www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৯ কার্তিক – ২৫ কার্তিক, ১৪২৩ ঃ ৫ নভেম্বর – ১১ নভেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 3, 5 November - 11 November, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও
পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

আলিপুর বার্তার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

৬ নভেম্বর ২০১৬ রবিবার বিকাল ৫টায় চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চে সকলের সাদর আমন্ত্রণ

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকদের অবসরের বয়স বাড়িয়ে

৬৫ থেকে ৭০ করল রাজ্য সরকার। অর্থনৈতিক টানাটানি সামাল দিতে এ এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত। একদিকে কর্মসংস্থান কমছে অন্যদিকে কাজে একঘেয়েমি বাড়ছে।

রবিবার : ভারতে রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যে

তলানিতে তা প্রমাণ করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ মুনাব্বর সেলিম। তার ব্যক্তিগত সহকারী ফারহাত আখতার মেহমুদ গোপন নথি পাচার করেছে বলে অভিযোগ। গ্রেফতার হয়েছেন ফারহাত।

সোমবার : অনেকদিন বাদে স্বস্তি দিল ভারতীয় হকি দল। পাকিস্তানকে

৩–২ গোলে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতল ভারত। মালয়েশিয়ার কুয়াস্তানে অনবদ্য গোল করে জয় এনে দেন নিক্কিন বিমাইয়া।

মঙ্গলবার : ভোপালে সেন্ট্রাল জেল ভেঙে এক কনস্টেবলকে খতম করে পালাল আট সন্দেহভাজন সিমি

জঙ্গি। সাত ঘন্টা পর শহরতলিতে তাদের একসঙ্গে পেয়ে খতম করল পুলিশ।

বুধবার : পাক হানা অব্যাহত। টার্গেট গ্রামবাসীরা। রামগড় গ্রামের ৮

জনকে খুন করল পাকিস্তান জঙ্গিরা। পাল্টা জবাবে ১৪টি পাক চৌকি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা।

বৃহস্পতিবার : এক প্রাক্তন সেনা জওয়ানের আত্মহত্যায় শোরগোল

রাজধানীতে। অভিযোগ এক পদ এক পেনশনের সুবিধা পান নি তিনি। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নেমে পড়লেন রাহুল গান্ধি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গ্রেফতারও হলেন রাহুল।

শুক্রবার : এতদিন ছিল পাকিস্তান। এবার ভারতে

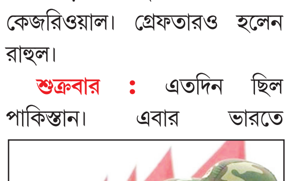

অনুপ্রবেশের সঙ্গী চিন। কাশ্মীরের লে সেক্টরের ডেমচকে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়েছে চিনা সেনা। তারা এখন মুখোমুখি ভারতীয় সেনার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দাঙ্গা বাঁধানোর ছক জেহাদি জঙ্গিদের

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় জেহাদি মনোভাবাপন্ন ইসলামিক স্টেট মতাদর্শে বিশ্বাসী মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব তৈরি হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর পাকিস্তান কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তানী সেনারা বিনা প্ররোচনায় অবিরাম গুলিবর্ষণ করে চলেছে। বেশ কয়েকজন নিরীহ ভারতীয় মারাও গিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ভারতে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা প্রশ্ন তোলায়, এদেশের জেহাদি জঙ্গিরা উৎসাহিত হচ্ছে বলে খবর। সম্প্রতি ভোপালে পুলিশের এনকাউন্টারে জেল পালানো ৮ সিমি জঙ্গির মৃত্যুর ঘটনায় আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর এ রাজ্যের অনেক জেলায় এই বিষয়টি সামনে রেখে মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গিরা অপপ্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষছে। কংগ্রেস–

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

সিপিএম এমনকি রাজ্যের শাসকদলের মুখ্যমন্ত্রীও ভোপালের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্য জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা জানিয়েছে তৃণমূলের আমলে তোষণের রাজনীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ জেহাদিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের এক উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্য জুড়ে একটা অস্থিরতার চেষ্টা হচ্ছে। পূজার প্রাক্কালে বীরভূমের মালদহের কালিয়াচক এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলায় পুলিশ স্টেশনে হামলা তারই নজির। প্রশাসনকে না মানার একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। যা আগামী দিনের অশনি সংকেত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মৌলবাদী জঙ্গিরা এরাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজ্য জুড়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা শান্তির চেয়ে ধর্মের জিগির তুলে অন্য দিকে হাওয়া ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দেশের সুরক্ষার চেয়ে ভোটের রাজনীতি তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। যা মৌলবাদীদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করছে।

হাসপাতাল থেকে উধাও শিশু

নকিবউদ্দিন গাজি

ডাক্তার দেখাতে এসে হাসপাতালের ভেতর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল এক শিশু। মায়ের কোলে চেপে শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের আউট ডোরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল বছর তিনেকের শিশু আসলাম পারভেজ (ডাক নাম বিট্টু)। বিট্টুর পরণে ছিল লালের ওপর সাদা ডোরা জামা ও নিল রঙের হাফ প্যান্ট। আচমকা হাসপাতালের ভেতর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় বিট্টু। রামনগর থানার শিমলা গ্রামের বাসিন্দা লতিফর রহমান ও আসমুদা বেগমের একমাত্র সন্তান বিট্টু। রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে শিশু চুরির অভিযোগ করা হয় ডায়মন্ড হারবার থানায়। পরে বিষয়টি জেলা চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পাশাপাশি হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি থানাকেও জানানো হয়েছে। তদন্তে নেমে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ জেলা হাসপাতালের বাইরে ও ভেতরে লাগানো সিসি ক্যামেরার ছবি খতিয়ে দেখছে। তবে এদিন রাত পর্যন্ত নিখোঁজ শিশুর কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ। ফলে কোলের সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আশায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন নিখোঁজ শিশুর পরিবার–পরিজনেরা। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'তদন্ত চলছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পরিবার ও পুলিশ সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরে সারা শরীর চুলকাচ্ছিল ছোট্ট বিট্টুর। এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের আউট ডোরে ছেলে বিট্টুকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিল আসমুদা। আউট ডোরে ডাক্তার দেখানোর টিকিট করে হাসপাতালের তিন নম্বর গেটের ২৯ নম্বর রুমের সামনে বিট্টুকে কোলে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল বছর পঁচিশের আসমুদা। সে সময় বছর তিরিশের শ্যামবর্ণের ভারী চেহারার এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয় বধূর। তরুণীর পরণে ছিল নীল রঙের সিল্কের শাড়ি। আলাপচারিতার সময় দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে আসমুদার সঙ্গে ভাব জমায় অপরিচিত ওই তরুণী। তখন ভিড়ের চাপে মায়ের কোলে চেপে বিট্টু খুব কাঁদছিল। শিশুর কান্না থামাতে আগ বাড়িয়ে চকলেট কিনে দেয় ওই তরুণী। অভিযোগ, কান্না থামানোর নাম করে অপরিচিত ওই তরুণী আসমুদাকে লাইনে দাঁড়াতে বলে শিশুকে কোলে নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ভোলানোর চেষ্টা করতে থাকেন। আচমা আসমুদা পিছন ফিরে দেখেন, ছেলে আর নেই। পিছনে দাঁড়ানো সেই অপরিচিত মহিলারও কোনও খোঁজ মেলেনি। হাসপাতাল চত্বরে ছেলেকে বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিশ না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বধূ। বিষয়টি নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। রাতে নিখোঁজ বিট্টুর জেঠামশাই লুতফর রহমান ডায়মন্ড হারবার থানায় শিশু অপহরণ ও চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে আসমুদা জানান, 'ওই তরুণী আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেকে মোটা টাকায় শিশু পাচারকারীদের হাতে বিক্রি করে দিতে পারে। ছেলেকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিক। আমি ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।' গত ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে এভাবেই ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল চত্বর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল মগরাহাটের বাসিন্দা মাধ্যমিক পড়ুয়া কিশোরী। দীর্ঘ এক বছর পর দিল্লির এক হাসপাতালে খোঁজ মেলে কিশোরীর। পরে জানা যায়, পাচারকারীরা কিশোরীকে অপহরণ করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেহ ব্যবসার কাজে নামিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'হাসপাতাল চত্বরেই পাচার চক্র সক্রিয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে, এভাবেই হাসপাতাল চত্বর থেকে একের পর এক পাচারের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।'

জলসঙ্কটে জেরবার এলাকাবাসী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

জলই জীবন। অথচ সেই জীবনসদৃশ জল নিয়েই ভোগান্তির অন্ত নেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কদম্বগাছির মানুষের। বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২০০৬ সালে পিএইচই এই এলাকায় পানীয় জলের পাইপ পোতার কাজ শুরু করে। সম্পূর্ণ শেষ না হলেও ২০০৮ সালে গ্রাহকদের আবেদনের ভিত্তিতে বাড়ি বাড়ি জলের লাইন সংযোগ করা হয়। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি হন। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই এলাকায় জল সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। গ্রাহকদের অভিযোগ, জল থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ হচ্ছে না। ফলে যারা টাকা দিয়ে জলের লাইন নিয়েছেন, তারাই পড়েছেন বিপাকে। তাদের আরও অভিযোগ, বেআইনিভাবে যারা জলের লাইন নিচ্ছে তারা বহাল তবিয়তে আছে। এই লাইন দেখভাল করার দায়িত্বে যারা আছেন, তাদেরকে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও কর্ণপাত করেন না বলেও গ্রাহকরা জানান। এই রাজ্যে জলের দামে জলের লাইন পাওয়া গেলেও মাসে মাসে টাকা দিয়েও জল পাওয়া দুষ্কর। জলের লাইন নিতে গেলে আবেদনের সাথে সাথে ৬০০ টাকা ডিপোজিট মানি, মাসে মাসে ৩০ টাকার শর্তে প্রতিদিন তিন টাইম জল পাওয়ার কথা। অভিযোগ, প্রতিদিন জল আসে। কিন্তু নির্দিষ্ট গ্রাহকদের জল পাওয়ার পরিবর্তে যারা অবৈধভাবে চুরি করে লাইন নিচ্ছে, তারাই জল পাচ্ছে। অথচ জলের টাকা গুনতে হচ্ছে প্রকৃত গ্রাহকদের বলে অধিকাংশ গ্রাহকদের অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি, জল নিয়ে এখানে রাজনীতি হচ্ছে। কারণ, বেআইনি জলের লাইন তারাই পাচ্ছে, যারা শাসকদলের ছত্রছায়ায় আছে। যারা প্রকৃত গ্রাহক, তাদের ফেরুল সিস্টেমে জল পেতে হয় কোম্পানির কাছ থেকে। ফেরুল হল প্রতিরোধক পদ্ধতি। কোম্পানি যখন জল ছাড়বে, নির্দিষ্ট গতিতে জল গ্রাহকদের বাড়ি পৌঁছে যাবে। তা না হলে মেন পাইপে জল থেকে যাবে। এই এলাকার গ্রাহক সংখ্যা অনুযায়ী জল সরবরাহ করার মতন পরিকাঠামো কোম্পানির এই মুহূর্তে নেই। তাই ফেরুল সিস্টেমে জল কোম্পানি ছাড়ছে না বলে জানান দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।

উত্তর ২৪ পরগনা

এরপর পাঁচের পাতায়

কব্জায় নারীপাচারের পান্ডা

মেহেবুব গাজি

দিল্লির মধুবিহার থেকে ধৃত আন্তঃরাজ্য নারী পাচারের মূল পান্ডাকে গত মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এছাড়াও উদ্ধার চার তরুণী এদিন গোপন জবানবন্দী দেয় আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আবদুর রহমান সর্দার জয়নগর থানার গোচরণের বাসিন্দা। গত এক বছরে চার তরুণীকে পাচার করে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার পর আব্দুর দিল্লিতেই গা ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় ছিল সে, তার সঠিক কোনও তথ্য ছিল না পুলিশের কাছে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৬ অক্টোবর পাচারকারীদের নজর এড়িয়ে জয়নগরের বাসিন্দা এক তরুণী পালিয়ে আসে। দিল্লির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে তখন এই তরুণীকে উদ্ধার করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ। এরই মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের কুলেশ্বর এলাকার এক তরুণীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্ধার তরুণীর সাহায্য নিয়ে তদন্তকারী অফিসার রবীন্দ্রনাথ রায় জানতে পারেন, ডায়মন্ড হারবারের নিখোঁজ তরুণী সহ সোনারপুর, ভাঙড় ও জয়নগরের আরও চার তরুণীকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। পরে ওই তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি পুলিশের সাহায্যে গত ২০ অক্টোবর দিল্লির মুধুবিহার এলাকার নিষিদ্ধ পল্লিতে অভিযান চালিয়ে বাকি চার তরুণীকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশের একটি দল। এমনকি উদ্ধার তরুণীদের সাহায্য নিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় মূল কালপ্রিট আবদুর রহমান সর্দারকে।

কে এই আবদুর ? জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, কম বয়স থেকেই পাচার চক্রে হাত পাকায় বছর চল্লিশের আবদুর। এই যুবকের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার, মগরাহাট, ডায়মন্ড হারবার, রায়দিঘি, ঢোলাহাট, কুলতলি, ক্যানিং, ফ্রেজারগঞ্জের পাশাপাশি নোদাখালি ও মেটিয়াব্রুজ এলাকায় একাধিক গোপন ডেরা রয়েছে। কখনও সেলিম, আবার কখনও রহিম, লালটু, রাহুল ও বিজয় নামেও পরিচয় দিত সে। আগে মন্দিরবাজার লাগোয়া দক্ষিণ বিষ্ণুপুর এলাকা থেকেই এই পাচার চক্র চালাত সে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৫ থেকে ২২ বছর বয়সি এজেন্টদের মাধ্যমে পাচার সাম্রাজ্যের বিস্তার করেছিল আবদুর। সে এই মেয়েদের নিয়ে বিহার হয়ে ভিন রাজ্যের নিষিদ্ধ পল্লিতে পাচার করত। একসময় যে সমস্ত মেয়েরা আবদুরের হাত ধরে পাচার হয়েছিল তারাই এখন তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে এই দুষ্কৃতীর। এই সমস্ত তরুণীরা ভিনরাজ্যের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে জেলায় একাধিক তরুণীর পাচারের ঘটনায় আবদুলের নাম উঠে এলেও তাঁর টিকিও ছুঁতে পারছিল না পুলিশ। পুলিশের অনুমান, তারাই আবদুরের হয়ে কাজ করায় পুলিশি অভিযানের খবর দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছিল কানে। ফলে সে দ্রুত গা ঢাকা দিচ্ছিল। গ্রেপ্তারের পর আবদুরকে জেরা করে তদন্তকারী অফিসারেরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারেন, তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে পাচার করে নিয়ে যাওয়া পাঁচ তরুণীর মধ্যে দু'জনকে বিক্রি করে দিলেও বাকি তিন তরুণীকে নিজের হেফাজতে রেখে দেহ ব্যবসা চালাচ্ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন জানান, 'ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।'

সংবাদ পরিবেশনে রঙের ফুলঝুরি

পার্থসারথি গুহ

প্রতিনিয়ত আমরা মানে সংবাদমাধ্যম যে সংবাদ পরিবেশন করে থাকি তার রঙ কী? সোজা সাপটা ভাষায় এর উত্তর দিতে হলে অধিকাংশ মানুষই বলে বসবেন সংবাদ হল জলের মতো স্বচ্ছ, সততার বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সংবাদের রঙ হবে সাদা। আদতে কি সেই নির্ভেজাল সাদা অবয়বের কক্ষপথে অবিচল থাকতে পারে গণমাধ্যম পরিবেশিত সংবাদ? বরং সেখানে সাদা রঙকে ছাপিয়ে হলুদ, নীল, লাল, কালো প্রভৃতি রঙের বাহার বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে সঠিক তথ্য সম্বলিত খবরকে না হয় সাদা রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাহলে অন্য রঙগুলো কি বার্তা বহন করে?

সংবাদের আবার নীল, লাল, কালো রঙের বুৎপত্তি কী? এই জায়গাতেই উৎসুক পাঠকমনকে একটু বিশদে বুঝিয়ে দিচ্ছি সংবাদের বাহারি রঙের তাৎপর্য্য কি কি। এই ধরুন বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা বা মূল খবরকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে চালিত করাকে আমরা ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা বলে জেনে আসছি বরাবর। এটা সবাই জানেন বিভিন্ন গণমাধ্যম সে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া হোক আর প্রিন্ট মিডিয়া তাদের 'পলিসি' নির্ধারণ করেন মালিকগোষ্ঠী। অর্থাৎ মালিকের বেধে দেওয়া সুরে সাংবাদিকদের সেখানে খবর পেশ করতে হয়। কিছুদিন আগেও কলকাতায় বেশ কতগুলো মিডিয়া হাউজ হঠাৎ করেই গজিয়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য এদের মালিকপক্ষ ছিল বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থার অধিকর্তা। সেইসময় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়েই এদের কথা বলতে দেখা যেত। অষ্টপ্রহর ধরে তৎকালীন শাসক দলের বিরুদ্ধে পরিবেশিত সংবাদে শান দিত এরা। আবার এই রাজ্যে প্রায় তিনযুগের মতো শাসন ক্ষমতায় আসীন একটি দল কয়েকটি গণমাধ্যমকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল অন্য কায়দায়। নিজস্ব মুখপত্রের কাজ হয় দলীয় স্বার্থে খবর তুলে ধরা। এটা মোটের ওপর সকলেই জানেন। কিন্তু যখনই দেখা যায় কোনও গণমাধ্যম পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলছে তখন বুঝতে হবে 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। অর্থাৎ এখানে ইয়েলো জার্নালিজমের বিষবাষ্প ঢুকেছে।

দিনকে রাত, আর রাতকে দিন করাই যেন হলুদ সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। আলিপুর বার্তা পত্রিকা এদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে কিন্তু মূল খবরটা দায়িত্ব নিয়ে উপস্থাপন করা যায়। কোনও তঞ্চকতা বা হলুদ–সাংবাদিকতার সাহায্য নিতে হয় না।

এতো গেল সংবাদে হলুদ রঙের মেশার গল্প। এবার কৌতুহলী পাঠক নড়েচড়ে বসছেন আর বলছেন তাহলে বাবা ব্লু জার্নালিজম বা নীল–সাংবাদিকতাটা কি আইটেম? এমনিতে নীল রঙের সঙ্গে যৌনতার যে অনেক পুরনো সম্পর্ক তা বোধহয় সবাই জানেন। আর ব্লু–জার্নালিজমের রমরমা বর্তমানে যে হারে বেড়ে চলেছে তা আগামী প্রজন্ম তথা সমাজের কাছে মারাত্মক বিপদ বহন করে আনছে। যেভাবে অহরহ যৌনকেচ্ছামূলক কাহিনীগুলো বেশ কিছু সংবাদপত্রে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হচ্ছে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কাহাতক আপনি আগলে রাখবেন বাড়ির ছোটদের। একেবারে রমরমিয়ে অভিনেতা–অভিনেত্রীদের স্বল্পবাস যে সব ছবি মাঝেমধ্যেই উত্থাপিত হচ্ছে তা বটতলার 'পর্নোগ্রাফি'কেও হার মানাবে। সাহিত্য বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকসময় কাহিনীর প্রয়োজনে যৌনতার আমদানি ঘটে। তবে এভাবে খুলেআম অনুপ্রবেশ ঘটে না অবাধ যৌনতার। যাক এই নীল–সংবাদ তামাক দ্রব্য বা মাদকদ্রব্যের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে বেশি বিপজ্জনক। সুতরাং ব্লু–জার্নালিজমে লাগাম দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

আরও একধরণের সংবাদ এখন যে কোনও গণমাধ্যমে দেখা যায় প্রায়শই। সেটা হল খুন–জখম–রাহাজানির রোজনামচা। বস্তুত মানুষের পৈশাচিক মধ্যযুগীয় বর্বরতার খবর এক শ্রেণির পাঠক রীতিমতো তারিয়ে তারিয়ে গেলে। এই খুন–জখম–মস্তানরাজের খবরকে অতি অবশ্যই রেড–জার্নালিজম বা লাল–সাংবাদিকতা বলে অভিহিত করা যায়। এটা ঠিক অপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব খবরের চাহিদাও রয়েছে সমাজে। একইসঙ্গে এটাও নজর দেওয়া প্রয়োজন অতিরিক্ত হিংসার সংবাদে সমাজটাই না কলুষিত হয়ে ওঠে।

উল্লেখিত এইসব রঙ নানা বার্তা করে। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় জাতি বা সমাজের প্রয়োজনে কিছু খবরকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। নাম দেখেই বুঝতে পারছেন এই ধরণের সংবাদ হল ব্ল্যাক জার্নালিজম। বিভিন্ন গোষ্ঠী সংঘর্ষ, যুদ্ধ বা ঝামেলাবিবাদের খবরকে অনেক সময়ই কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে তো সব গণমাধ্যমই ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গিয়েছিল।

ফেড রেট বাড়বার শঙ্কা সত্ত্বেও

মার্কিন নির্বাচনের আগে এফআইআই পুজো ভারতীয় শেয়ার বাজারে

কালিদাস চক্রবর্তী

পুজো মরসুম শেষ। যদিও ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এখনও বাকি। এই পুজোগুলি উৎসবের রেশ ধরে রাখলেও ভারতীয় শেয়ার বাজারে পাক–অশান্তি নিয়ে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা সহজে কাটার নয়। সব ঝেড়েফুঁড়ে বাজার যদিবা একটু একটু বাড়ে তাহলেও সেটা কতদিন ধরে রাখা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এর মধ্যে আবার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। আগের অধিবেশনগুলির মতো এবারেও যে বিরোধীদের চিল–চিৎকারে তা ভেস্তে যাবে না তা বলা যাচ্ছে না। কী নিম্নকক্ষ লোকসভা, আর কি উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা সর্বত্র ছবিটা মোটামুটিভাব এক। রাজ্যসভা বা লোকসভায় গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশে সরকারের দিকে বিরোধীদের হাত বাড়িয়ে দেওয়া অতি আবশ্যিক। অবশ্য সরকারের কিছুটা দায় যে নেই তা নয়। বিরোধীদের নিয়ে একসঙ্গে চলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সরকারকে। গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি যাতে পাশ হয়ে যায় সেদিকটাও দেখতে হবে যারপরনাই উৎসাহ নিয়ে। নচেৎ এদেশ থেকে বিদেশিরা টাকা তুলে নিতে বাধ্য হবেন। যতই দেশি মিউচুয়াল ফান্ড কেনাকাটা করুক না কেন? বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির ফলেই এই বছরের গোড়ার দিকে ভারতীয় শেয়ার বাজার তথা অর্থনীতি বেশ চাপের মুখে পড়েছিল। পরিসংখ্যান থেকে সেই চিত্র ক্রমশ পরিস্কার হচ্ছে। যে মোদি সরকারের ওপর পুরো বাজারের ভরসা ছিল, আশা করা হয়েছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা দলটি সুচারুভাবে সরকার চালাবে তা এখন অতীত। এমনটা কি আদৌ হওয়ার ছিল? সোনালী রেখা এখনও ভালোমতো বিদ্যমান এদেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়াবার পক্ষে।

এমনিতে ভারতের অর্থনীতি খুবই লোভনীয় বিদেশি ক্রেতাদের কাছে। তা এই কমাসে বাজারের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে বেশ স্পষ্ট। ভারতের জিডিপির হার, সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ, মুদ্রাস্ফীতি নামক দৈত্যের বোতলবন্দি হয়ে থাকার মতো ইতিবাচক পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতি মজবুত থাকার ইঙ্গিত বহন করছে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার মানসিকতাও গড়ে তুলতে হবে সরকারকে। এটা ঠিক সরকার একা চেষ্টা করবে আর বিরোধিতা শুধুমাত্র বয়কট আর হল্লাবাজি করবে তা কখনই অভিপ্রেত নয়। বরং তাদের মাথায় রাখতে হবে গঠনমূলক বিরোধী হিসেবে তাদের অনেক দায়দায়িত্ব আছে। সেই জায়গা হারিয়ে ফেললে দেশের সমূহ বিপদ। পাশাপাশি সরকারপক্ষের নমনীয় হওয়ার কথা তো আগেই উল্লেখ করা হল। এইসব কিছু যে একদিনে হয়ে যাবে তা নয়। কিন্তু সারা বিশ্বের সামনে ভারত এবং ভারতবাসীর মর্যাদা শিখরে তুলে রাখতে এই সমীকরণ আপাতত বিশেষ জরুরি। এভাবেই হয়তো জাতি বা দেশ গঠন সম্ভব। এক্ষেত্রে বিদেশের নজির সামনে রাখতেই হবে এই তথাকথিত বিরোধীদের। আমেরিকা, ইউরোপ তো বটেই এশিয়ার অনেক দেশেও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলি এক হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপট এদেশে তৈরি হবে না রাতারাতি তা সকলেই জানি। তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এই জায়গাটা উন্নত করার। তবে গিয়ে বিশ্ব বাজারে ভারত মাথা তুলতে সক্ষম হবে। কারণ ইতিমধ্যেই বিদেশের নামজাদা সব রেটিং সংস্থা ভারতের উন্নতির ওপর তাদের অভিমত জানিয়েছে। ফলে ভারতে যে উন্নয়নের অবকাশ ভালোরকমেই রয়েছে তা সাফ। এখন প্রয়োজন একে প্রকৃত পরিকাঠামোর রূপদান করা।

অর্থনীতি

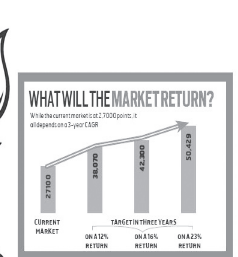

ভারতের উন্নয়নের পথ এবং তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা তো হল। এবার সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এর দিশা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে। সেটা জানতে ফের অর্থনীতির কচকচির মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। এমনিতে যে আর্থিক গ্রাফ এখন ফুটে উঠছে তাতে করে স্পষ্ট দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয় কোম্পানিগুলি মোটের ওপর ভালোই ফলাফল করছে। এসপি তুলসীয়ানের মতো প্রবীণ এক্সপার্টরা আবার ভারতের বাজার সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। এদের কথায় ভারতের বাজার যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির বেশিটাই অতিক্রম করেছে। এবার তার খুব নিচে যাওয়ার কথা নয়। খুব খারাপ পরিস্থিতিতেও ৭২০০–৭৪০০–র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে ভারতীয় নিফটিকে। সেটাই ঘটেছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। ভারতের বাজার কারেকশনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছায় ওই ৭ হাজারের ঘরে নিফটি যাওয়ার পরেই। সেখান থেকেই পালটে গিয়েছে প্রেক্ষাপট। যার জেরে ভারতের বাজার সারা দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে তেজি বৃদ্ধি লাভ করেছে। আগামী দিনে ভারতের বাজার আরও অনেকটাই উচু কক্ষপথে পৌঁছে যেতে পারে। শুধুমাত্র পাকিস্তান নামক সঙ্কট ছাড়া এই মুহূর্তে ভারতের জন্য বলার মতো খারাপ খবর কিছু নেই।

তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। বলাবাহুল্য নিফটির এই বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গত করে এগোবে ভারতীয় সেনসেক্স। হয়তো এমন দিন আসতে চলেছে যখন ভারতের সেনসেক্স একলাখি বৃত্তে প্রবেশ করতে পারে। না হেসে উড়িয়ে দেবেন না এই মতামতকে। এখন যতই কঠিন মনে হোক না কেন, ২০২০ বা তার কিছু পরে পরেই এই উন্নততর জায়গা দখল করতে ভারত। আমেরিকায় ফেড সুদের হার বাড়ালেও সেই সংখ্যা এদেশের জন্য খুব একটা প্রভাবকারী হয়ে উঠবে না। বলা যেতে পারে আগাম যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে মাথায় রেখেই ভারতীয় সূচকগুলি নিজেদের বেসমেন্ট বা ভিত যাচাই করে নিচ্ছে।

এই বছরের প্রথম দু–মাস বাদ দিলে ভারতের বাজার কিন্তু লাগাতার ওপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে শুধু ইক্যুটি নয়, মিউচুয়াল ফান্ডের মার্কেটও যথেষ্ট চাঙ্গা রয়েছে। সবদিক থেকে ভারতের বাজার বেশ পজিটিভ সিগন্যাল লাভ করছে। বিদেশি লগ্নিকারীরাও ক্রমাগত কিনে চলেছেন। প্রসঙ্গত এদের হাত ধরেই মোদির আবির্ভাবের পর হু হু করে বেড়েছে ভারতের ইনডেক্স। এটা ঠিক রাজ্যসভার বাধায় অনেক বিল পাশ বা গুরুত্বপূর্ণ জটে আটকে গিয়েছে সরকার। তবে তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্ট বা এফডিআই লাগু করেছেন অর্থমন্ত্রী জেটলি। তার প্রভাবও পড়ছে বাজার। সব মিলিয়ে লগ্নি করার জন্য আদর্শ পটভূমি নিশ্চিতভাবে হয়ে উঠছে ভারতের শেয়ার বাজার। মার্কিন ফেড রেট বাড়াবে কি কমাবে তা নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। যদিও এটা পরিস্কার আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক আপাতত খুব একটা আক্রমণাত্মক হতে চাইছে না। তুলনামূলক রক্ষণাত্মক ঢংয়ে তারা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সব দিক দেখে তবেই এগোতে চাইছে মার্কিন মুলুকের এই প্রধান আর্থিক সংস্থা। এবার দেখতে হবে আমেরিকায় ফেড সুদের হার বাড়ালে তার প্রভাব আমাদের ওপর কেমন পড়ে। পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার যদি বাড়ানো হয় তা হলে সাময়িকভাবে কিছু টাকা এমার্জিং দেশ থেকে বেরিয়ে গেলেও পরে সুদে–আসলে তা ফেরৎ আসতেও সময় লাগে না। ভারতের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা বারংবার ঘটেছে। অথচ এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করা হয় যে বাজার যেন ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এর ফলে। আদতে দেখা যায় ফেড যতবার রেট বাড়িয়েছে তার সুফল পরবর্তীকালে কুড়িয়েছে ভারতের মতো দেশ। তাই এবার যদি ফেড সে দেশে সুদ বাড়ায় তা হলে ভারত লাভবান হতেই পারে অচিরে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ নভেম্বর – ১১ নভেম্বর, ২০১৬

মেষ : শরীরের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য, কিন্তু তারা পরাস্ত হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় বন বসতে চাইবে না। বন্ধু–বান্ধবরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

মিথুন : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের পাতা সময়টি শুভদায়ক। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততী বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা–বিঘ্ন আসবে। নূতন কর্মলাভের যোগ রয়েছে।

সিংহ : মনের সাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে বিপদাশঙ্ক জায়গায় ঝুঁকি নেবেন না।

কন্যা : যতদূর সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। অন্যের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন, কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা আসবে, অতিরিক্ত চিন্তায় আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল আশা করা যায়।

তুলা : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে সাবধান থাকবেন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু শরীর নিয়ে খুবই কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধার যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য লাভ করবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু : অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভাল ফল পাবেন না। অনেকে নিম্নাঙ্গের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে বাধা থাকলেও শুভফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না।

কুম্ভ : ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। রাস্তা–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ প্রকার সমস্যা আসবে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না।

মীন : শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তরের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি ফল পাবেন। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

খেলা

ক্যারিবিয়ান–কিউয়ি বধের পর

ইংরেজ ভবলীলা সাঙ্গে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

রিজার্ভ বেঞ্চকে মাঝেমধ্যেই ঝালিয়ে নিতে চান অনেক নামিদামি কোচ। ক্রিকেট হোক আর ফুটবল নিজেদের পরবর্তী ব্রিগেড ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখার জন্য মাঝেমধ্যেই মুখিয়ে ওঠেন প্রশিক্ষকরা। সবসময় অবশ্য এই সুযোগ মেলে না। মানে প্রথম দল ফর্মে থাকাকালীন চট করে কেউ নতুনদের নিয়ে 'অ্যাডভেঞ্চার' করার ঝুঁকি নিতে পারেন না। তার মধ্যেই আবার বিদেশি টিমগুলো রোটেশন পদ্ধতিতে তাদের রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেয়। যদিও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে ভারত যেভাবে তাদের প্রথম দলের বেশ কয়েকজন তারকা ছাড়াই মাঠে নামল এবং সর্বোপরি সিরিজ জিতল তা রীতিমতো প্রশংসাযোগ্য। ভারতীয় দলের প্রথম ১১ থেকে যাদের এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাদের কর্তৃত্বেই একরকম কিউয়িদের টেস্ট সিরিজে দুরমুশ করতে সমর্থ হয় টিম ইন্ডিয়া। এর মধ্যে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের বোলিংয়ে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপসদের ব্যাটিং। সেই বোলাররা তো বটেই ওয়ান ডে সিরিজের ব্যাটিং লাইন আপে দেখা যায়নি সুরেশ রায়না, শিখর ধাওয়ানদের মতো তারকার ব্যাটসম্যানদেরও। তাও যেভাবে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ৩–২ সিরিজ জিতল ধোনি ব্রিগেড তাতে প্রমাণিত এই মুহূর্তে ভারতীয় দল এক আলাদা স্পিরিটে ফুটছে। আর ভারতের এই জয়ে অবদান রেখে গেলেন রিজার্ভ বেঞ্চের প্লেয়াররাই। যেমন ধরুন লেগ স্পিনার অমিত মিশ্র। যাকে গোটা টেস্ট সিরিজে দলের সঙ্গে রাখা হলেও খেলানো যায়নি। সেই অমিত মিশ্রই কামাল করলেন এই ওয়ান ডে সিরিজে। বস্তুত অমিত মিশ্র এবং অক্ষর প্যাটেলের স্পিনের কারসাজিতে পুরো চিৎপটাং হয়ে গেল নিউজিল্যান্ড দল। ম্যান অফ দ্য সিরিজ পর্যন্ত হলেন অমিত মিশ্র। বস্তুত অমিত–অক্ষরের ভেলকিতে বোঝাই যায়নি অশ্বিন–জাদেজার অনুপস্থিতি। যেমন ব্যাটিংয়ে সুরেশ রায়নাদের অভাব বুঝতেই দিলেন না নবাগত কেদার যাদব। সবমিলিয়ে পরিপূর্ণ ভারতীয় দলের ভাঁড়ার। এখন ইংরেজদের সঙ্গে সিরিজে দল গড়াই সমস্যা কোচ এবং ক্যাপ্টেনের কাছে। চট করে অমিত মিশ্রকে বসানো সম্ভব নয়।

ক্যারিবিয়ান বধের পর কিউয়িদের ভবলীলা সাঙ্গ করার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এই সময়ে ভারতের দল আলাদা এক ফর্মে বিচরণ করছে। সামনে এখন বাংলাদেশের কাছে হারের লজ্জা নিয়ে মুহ্যমান ইংল্যান্ড। যাদের টেস্ট সিরিজে ৫–০ হারানোর অঙ্গীকার খুব সম্ভবত ছকে ফেলেছে বিরাট বাহিনী। এমনিতে কিউয়িদের ওয়ান ডে সিরিজে হারানোর পিছনে টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি আর ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন ধোনির ব্যাটিং ফর্ম বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে কেদার যাদব, অমিত মিশ্র, অক্ষর প্যাটেলের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেভাবে ভারতীয় দল এখন খেলছে তাতে বিশ্বের সেরার তকমা পাওয়া সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনিতে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে ফের এক নম্বরে ভারত। ওয়ান ডেতেও টিম ইন্ডিয়ার আধিপত্য ভারতীয় দলকে শীর্ষে পৌঁছে দিচ্ছে অচিরেই। আসলে এখন ভারতের দলটাই আলাদা এক উত্তেজনায় ভরপুর। পুরো যেন ফুটছে। তার ওপর জয়ের গন্ধও পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। যা তাদের একরকম অজেয় করে তুলেছে।

টিম ইন্ডিয়া এখন যেভাবে জয়ের রাস্তায় এগোচ্ছে তাতে করে এদের অশ্বমেধের ঘোড়া থামানোর মতো শক্তি অন্তত ইংল্যান্ডের এই মুহূর্তে আছে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এখন ভারতের তেজিয়ান রথকে রুখে দেওয়ার মতো শক্তি একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার আছে। তাও বিরাট কোহলি যে অদম্য মানসিকতার বীজ সঞ্চার করছেন তার দলের মধ্যে তাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রোটিয়া এবং অজিদের সামনেও বড় বিপদ হয়ে উঠবে ভারত তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

শব্দবার্তা ৩

১				২		৩	■
	■	■	■		■		■
৪		■	৫		■		■
	■	■	■	৬			৭
৮	৯		১০	■	■	■	
■		■	১১		■	১২	
■		■		■	■	■	
■	১৩						

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. প্রামাণ্য কাগজপত্র ৪. যাচাই করা ৫. ছদ্মবেশ ৬. বারো অক্ষরের সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ ৮. বিখ্যাত এক মিষ্টান্ন ১১. 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে–মোর ভগবান কাঁদে' ১২. প্রদীপ ১৩. 'হেডমাস্টার' ও 'মহানগর' খ্যাত সাহিত্যিক, পেশায় সাংবাদিক।

উপর–নীচ

১. এটিও আত্মহত্যার উপকরণ ২. খোশামোদ ৩. পূর্ব জন্ম ৭. স্বীকৃতি বা অনুমতি লিপি ৯. 'থার্মোমিটার'–এর বঙ্গরূপ ১০. নিরেট বোকা।

সমাধান : শব্দবার্তা ২

পাশাপাশি : ১. রবীন্দ্ররচনাবলী ৪. কারক ৬. বয়কট ৯. মাতব্বর ১০. কতল ১৩. মানসী ও মর্মবাণী।

উপর–নীচ : ১. রঙ্গজীবক ২.চক্কর ৩. লীঢ় ৪. কাট ৫. কল্পিত ৮. তিরস্করণী ৯. মাল ১১.তলাও ১২. তামা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

নীল কেরোসিনে ডিবিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪.২ কিলোগ্রাম ওজনের ভর্তুকিহীন ও ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১ নভেম্বর নীল কেরোসিন তেলের দাম আরও একদফা লিটারে ২৬ পয়সা বেড়ে আগামী ১৫ দিনের জন্য দাম হচ্ছে লিটার প্রতি ১৮.৩৩ টাকা। এদিকে রান্নার গ্যাসের মতো দেশে নীল কেরোসিনে 'প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর' (ডিরেক্ট–বেনিফিট–ট্রান্সফার) রূপায়ণ শুরু হল প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খন্ডে, গত ১ অক্টোবর থেকে এ রাজ্যের চিহ্নিত চারটি জেলায় এর রূপায়ন শুরু হয়েছে। ডিবিটি প্রকল্পের আওতায় 'পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে (পিডিএস) নীল কেরোসিন তেল ভর্তুকিহীন মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে, এবং ভর্তুকির জন্য অনুমোদিত অর্থ, সরকারি ভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এটা ভর্তুকিকে কমানো নয়, কিন্তু ভর্তুকির অপচয় রোধের লক্ষ্যকে ভিত্তি করা এ প্রকল্প করা হয়েছে। আগামী ছ'মাস পরে এটি সারা দেশে কার্যকর হবে।

ঢালাও দমকলকেন্দ্র রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যে ১৫০টি দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্য মাত্রা রেখেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিকেলে কাকদ্বীপ কাশীনগরে মহকুমা দপ্তরের পাশে ১২৬তম দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাতুয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, মহকুমা শাসক রাহুল নাথ ও দমকলের ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। এদিন এলাকার ১৫০ মৎস্যজীবীর বাড়ি তৈরির জন্য ৭০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান ঘোষণা করেন দুই মন্ত্রী। আগামী দিনে মথুরাপুর ও রায়দিঘিতে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়।

স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে স্কুলের গ্রিল ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার মুক্তকেশী গৌরমোহন দাস হাইস্কুলে। গত বুধবার রাত দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। জানলার গ্রিল ভাঙার শব্দ পেয়ে স্কুলের নিরাপত্তারক্ষী অবনী পাল ছুটে এলে তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লুঠপাঠ চালায় দুষ্কৃতীরা। স্কুলের দুটি কম্পিউটর ও আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে চোরের দল চম্পট দিয়েছে বলে অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পিছনে কোনও অন্তর্ঘাত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলের দখলে পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ–২ নং ব্লকে সিপিএম আরও একবার ধাক্কা খেল। ২ নভেম্বর সিপিএম পরিচালিত ডি–রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস অনাস্থায় জয়ী হল। ১৯ আসন বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে পূর্বের অবস্থান ছিল সিপিএম ১১, তৃণমূল ৭ এবং বিজেপি ১। প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থায় সিপিএমের ৪ জন তৃণমূলকে সমর্থন করে। বিজেপির সদস্য ওই দিন অনুপস্থিত ছিলেন। ফলাফল হয় তৃণমূল কংগ্রেস ১১ এবং সিপিএম ৭। ডি–রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেই সিপিএম ছেড়ে সদস্যরা তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। আগামী দিনে ডি–রায়পুর এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হবে। সূত্রের খবর আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন প্রধান নির্বাচন হবে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক বলেন, কিছুদিনের মধ্যে দল সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানের নাম ঘোষণা করবে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি

থিমে দক্ষিণ ভারতের পঞ্চমী, নারায়ণ মন্দির, বৃন্দাবন, নীল পরীর দেশ থেকে মা মাটি মানুষ

কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবার চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোও তৈরি। পুজোর চমক জাগাতে বেশ কয়েকবছর ধরে কলকাতার মতো চন্দননগর শহরেও 'থিম' পুজোর দৌলতে কৌলিন্য আদায় করে নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে থিম পুজো বা থিমের প্যান্ডেল না হলে মান ইজ্জত বাঁচানোই মুশকিল হয়ে উঠেছে। এমন কি থিম পুজোতেও মন ভরছে না। ফুটবল ময়দানে যেমন বারপোস্টের পুজো হয় তেমনি মন্ডপ তৈরির অনেক আগে থেকেই খুঁটি পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছে। এ সবই কলকাতার হাত ধরেই এই শহরেও আমদানি হয়েছে। চন্দননগরে মন্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেই জগদ্ধাত্রী পুজোর শেষ লগ্নের খবর তুলে ধরেছেন মলয় সুর।

ভদ্রেশ্বর মহাবীর সংঘ আরজি পার্টি

ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গেট এলাকায় মহাবীর সংঘ পুজোমন্ডপ। এবার তারা দক্ষিণ ভারতের পঞ্চমী মন্দিরের আদলে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন পুজো

উদ্যোক্তারা। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট এবং ১০০ ফুট চওড়া মন্ডপ তৈরি হয়েছে। মন্দিরে সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে উঠে নীচে নেমে দর্শকরা প্রতিমা দর্শন করবেন। মন্ডপের ভিতর বনফুল দিয়ে কারুকার্য করে পুরো মন্ডপটা সেজে উঠেছে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলর তথা এই পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাউ বলেন, এবার আমাদের পুজো ১২ বছরে পড়ল। উৎসবের মধ্যেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বাজেট রয়েছে ৭ লাখ টাকা। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, চাটাই, মাদুর, ফাইবার আর কাঠ দিয়ে মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে। আর যেভাবে আলোর কারসাজি করা হয়েছে তাতে যে জায়গায় প্রতিমা রাখা হবে সেখানে আলো চকমক করবে। পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা গুড়া চৌধুরী বলেন, দেশের বিখ্যাত মন্দিরের অনুকরণে মন্ডপ তৈরি করে সাড়া জাগিয়েছে। নান্দনিক শিল্পকর্মকে অবলম্বন করেই মন্দির রূপায়িত হয়েছে। গতবছর আলিপুর বার্তার বিচারে এই বারোয়ারি পুরস্কার পায়।

ভদ্রেশ্বরে প্রদীপ সংঘ

ভদ্রেশ্বর লাইব্রেরি রোডে এই বারোয়ারি। ভদ্রেশ্বরে বেশ কয়েকটি বড় পুজোর মধ্যে অন্যতম হল প্রদীপ সংঘ। এবারও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মন্ডপের থিমমেকার গোবিন্দ গিরির তৈরি 'মা মাটি মানুষ' তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মাটির বিভিন্ন ধরনের তুবড়ি খোল, দশ হাজার ভাঁড়, ধুনুচির খোল থাকছে। এরই সঙ্গে রয়েছে বাঁকুড়া থেকে পোড়া মাটির পাঁচ হাজার পিস পুতুল সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া থাকছে আলপনা, পুজো কমিটির সভাপতি আসিফ কুমার বিশ্বাস বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত 'মা মাটি মানুষের' এই ভাবনার মাধ্যম সবই এখানে ফুটে উঠবে এক টুকরো রাঙামাটির দেশেতে। এখানে বেশ কয়েকটি মডেল থাকছে যাঁরা মাটির চাক দিয়ে ভাঁড় কলসি তৈরি করছে। এমনকি বীরভূমের বাউল শিল্পী গান গাইছেন সেই উদ্যোগও তারা নিয়েছেন। আসিফবাবু আরও জানান, প্রতিবছরই আমাদের মন্ডপ সকলের দৃষ্টি কাড়ে, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রতিমাও তৈরি হয়েছে থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। এবার ৩৭তম বর্ষে পদার্পণ করল এই পুজো। এখানকার আলো ও মন্ডপ সজ্জা দর্শকদের কাছে টেনে নিয়ে আসে। এবারে মন্ডপশিল্পীর দুর্গাপুজোয় ভবানীপুর টোপরের মন্ডপ ও কালীপুজোতে মধ্যমগ্রামে অভিনব মন্ডপ দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। গত বছর এই পুজো মন্ডপটি আলিপুর বার্তা পত্রিকার থেকে পুরস্কার পায়। এবারেও শোভাযাত্রা থাকছে।

মহিলা দ্বারা পরিচালিত জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি

চন্দননগর ৩ নম্বর মহাডাঙা কলোনিতে এই পুজোমন্ডপ। এবছর ৪৬তম বর্ষে পা রাখল। এই উৎসবের ক্ষেত্রে একটা ভিন্ন মাত্রা জুড়ে দেয় প্রমীলা বাহিনীর জগদ্ধাত্রী পুজো। এখানকার মহিলারা একজোট হয়ে পুজোর আয়োজনে নামায় তাঁদের পুজো সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রথমে পুজো কমিটি গড়ে আয়োজনের রূপরেখা ঠিক করে ফেলা হয়। তারপর ঠাকুর বায়না করা, চাঁদা সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন জোগাড়, পুজোর আয়োজন সবই মহিলারা ব্যবস্থা করেন। একমাত্র মহিলাদের এই পুজো চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী কমিটিতে নিযুক্ত রয়েছে। এবারে বাজেট ৪ লাখ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদিকা মনিকা সরকার বলেন, এবারে আমাদের মন্ডপটি কাল্পনিক টেম্পলের আদলে তৈরি হয়েছে। চায়ের কাপ, শোলা, থার্মোকল দিয়েই গড়ে উঠেছে মন্ডপ। পুজো কমিটির সভাপতি পদে আছেন অনুসূয়া চক্রবর্তী।

মানকুন্ডু সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি

মানকুন্ডু স্টেশনের কাছেই এই পুজো কমিটি। এবারে এখানে থিম 'চলো যাই নীল পরীর দেশে'। পুজো কমিটির সহ–কোষাধ্যক্ষ শ্রীকান্ত রায় বলেন,

নীল আকাশে স্বর্গীয় পরিবেশকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মন্ডপের সামনে থাকবে ৬টি পরী পেঁচা ও ঘোড়ার মডেল। দেবতাদের মধ্যে দুর্গাকে রাখা হয়েছে। এবছর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পড়ল। যা এবার দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করবেই। সঙ্গে থাকছে চন্দননগরের নিজস্ব আলোর জাদু। এই পুজো মন্ডপটি তৈরি হতে দু'মাস সময় লাগে। এই পুজোর বিখ্যাত থিমমেকার গৌরাঙ্গ কুইল্যা। এই পুজোর বাজেট ২৫ লাখ টাকা। দুর্গা পুজোয় কলকাতার ভবানীপুরে দারুণ দর্শক টেনেছিল এই মন্ডপ। এবারে শোভাযাত্রার আলোকসজ্জার থিম নানা ধরনের বাসা। যেমন পাখির বাসা, মানুষের বাসা, মাছের বাসা, জীবজন্তু প্রমুখদের আলোর মধ্যে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন।

সাতঘাট

গোন্দলপাড়া সাতঘাট জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করছে। এখানকার মন্ডপের থিম 'এক নজরে বাতিল যারা শিল্পীর চোখে শিল্প তারা'। মন্ডপশিল্পী নয়ন মেটে। মন্ডপের সামনে দু'দিকে হাতি আছে। গোটা মন্ডপটাই ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে কাল্পনিক ভাবে ভাস্কর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শামুক, ঝিনুক, আমড়ার আঁটি, কাঠের কুঁচি, কদবেলের ও নারকেলের মুচি, শুকনো বট পাতার উপকরণ দিয়ে মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে। পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপম নায়েক বলেন, নতুন নতুন সৃষ্টি তুলে ধরার জন্য স্থানীয় ও বহিরাগত দর্শনার্থীদের কাছে চন্দননগরের সুনাম রয়েছে। বাজেট রয়েছে ১৬ লাখ টাকা। এবারে শোভাযাত্রায় আলোকসজ্জায় দুর্দান্ত সব চমক থাকছে। ক্রীড়াবিদদের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 'খেলরত্ন' পুরস্কার লাইটের মাধ্যমে ছবি ফুটিয়ে তুলে ধরা হবে। থাকছে 'ভারতরত্ন' অর্জুন পুরস্কার, পরমবীরচক্র প্রভৃতি। এই পুজোমন্ডপটি ৪ নভেম্বর বেলুড়, মঠের স্বামী অবধূতানন্দ উদ্বোধন করবেন। চন্দননগর কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলর হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় পুজোর কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

সন্তোষীমাতা

ভদ্রেশ্বর গেট বাজার সংলগ্ন এলাকায় নবীন সংঘ হিন্দি পুস্তকালয়ের উদ্যোগে সন্তোষীমাতা পুজোর আয়োজন হতে চলেছে। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসবের সঙ্গে একই সময় পুজো হবে। পুজো কমিটির সহ–সম্পাদক প্রদীপকুমার চৌধুরী বলেন, এবার আমাদের পুজো ৩৭ বছরে পড়ল। এই পুজোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাউ জানান, ১৯৮০ সালে সন্তোষীমাতার সিনেমা রিলিজ হওয়ার পর থেকে এখানে পুজো আরম্ভ হয়। ষষ্ঠীর দিন এখানে কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় নিহত শহিদ জওয়ান তাঁর মা উদ্বোধন করবেন। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় গরিব দুঃস্থদের পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হবে। এই কমিটির সদস্যরা হলেন সিকান্দার যাদব, মনোজ হরিজন, রবীন্দ্র শর্মা প্রমুখ।

মহানগরে

কলকাতার স্ট্রিট ফুডের প্রেমিক সবাই

সায়ন্তন সেন

কলকাতার খাবারের মধ্যে পরিচিত অবশ্যই হরেকরকমের স্ট্রিট ফুড। খাদ্যরসিক বাঙালিরা যে শুধু বড় রেস্তোরাঁর খাবারই পছন্দ করে তা নয়, অধিকাংশেরই পছন্দের সেই রাস্তার ধারের নানান মেনু। ফুচকা, কচুরি, ঝালমুড়ি, পাপড়ি চাট, সরু পাপড়ির জিলিপি, মোমো, রোল, চাউমিন, ঘুগনি, চপ, ডালবড়া কি নেই তাতে। এইবার এক এক করে এক একটা স্ট্রিট ফুডের বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক।

ফুচকা : স্ট্রিট ফুডের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় নাম ফুচকা। ফুচকা ভালোবাসেন না এরকম পাবলিক বোধহয় হাতে গোনা। যারা ফুচকাপ্রেমী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ফুচকা টক, মিষ্টি, ঝালের মিশ্রণে তৈরি এমন একধরনের মুখরোচক খাবার যেটা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কদিন না খেলে মনে হয় দৈনন্দিন জীবনে কিছুর একটা অভাব রয়েছে। সবথেকে বড় কথা শরীর, মন খারাপ থাকলে ফুচকার টক জলই সবরকম অবসাদ, ঝিমুনি ভাব দূর করে শরীর ও মনকে আবার আগের মতন চাঙ্গা করে তোলে।

কচুরি : স্ট্রিট ফুডের মধ্যে কচুরি এমন একটা খাবার যেটা সকালের জলখাবার হিসাবে অনেকেই খান। অনেক অফিসযাত্রী আবার তাদের মধ্যাহ্নভোজ হিসাবেও কচুরিটাকে খুব পছন্দ করেন। তাদের কাছ থেকে জানা যায় কচুরির দাম যেমন খুব বেশি নয়, তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় এবং ৩–৪টে কচুরি খেলে পেটটাও বেশ ভরে যায়। সঙ্গে রয়েছে আলুর তরকারি বা চানা যার স্বাদ গরম গরম কচুরির সঙ্গে সত্যিই অন্যরকম লাগে। শেষে যদি সরু পাপড়ির জিলিপি থাকে তাহলে তো পুরো জমে ক্ষির।

ঝালমুড়ি, পাপড়ি চাট : ঝালমুড়ি, পাপড়ি চাট এগুলো এমনই এক ধরনের মুখরোচক খাবার যা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যখন খুশিই খাওয়া যায়। তবে এটা বিকালের দিকেই বেশি বিক্রি হয়। ঝালমুড়ি ও পাপড়ি চাট দুটি এক জায়গায় পাওয়া গেলেও দুটির স্বাদ এবং তৈরি করার প্রণালী ভিন্ন। ঝালমুড়ির মধ্যে থাকে বাদাম, পেঁয়াজ, টম্যাটো, চানাচুর, আলুসেদ্ধ, যারা ঝাল খান তাদের জন্য লঙ্কা, তেল, একটু আচার, অল্প নারকেলের টুকরো এবং সবশেষে ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অল্প ঝুড়িভাজা। দাম খুব কম কিন্তু এত সুস্বাদু খাবার তাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে এটা খুবই প্রিয়।

পাপড়ি চাটটা যদিও আলাদা। মূল উপকরণ হল পাপড়ি যা দেখতে অনেকটা ফুচকার মত হয়। প্লাস্টিকের পাতার মধ্যে আগে কিছু পাপড়ি দেওয়া হয় এবং তারপর তার ওপর অল্প আলুসেদ্ধ, একটু টক দই, দই না থাকলে অল্প চাটনি, একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে সবার

ওপরে ঝুরিভাজা ছড়িয়ে দিয়ে সুস্বাদু পাপড়ি চাট পরিবেশন করা হয়। এর দাম হয়তো ঝালমুড়ির থেকে একটু বেশি বলে সবাই খেতে পারেন না। কিন্তু যারা একবার এর স্বাদ অনুভব করবেন পাপড়ি চাটের টানে তাদের বারবারই চাটের দোকানগুলির পাশে ভিড় জমাতে হয়। কলকাতার মধ্যে পার্ক স্ট্রিট চত্বর এবং গোলপার্কের কাছে বিবেকানন্দ পার্ক এলাকার ঝালমুড়ি ও পাপড়ি চাট সেরা। এছাড়া স্কুল, কলেজ, অফিস, সিনেমা হল এগুলির সামনেও ঝালমুড়ি ও পাপড়ি চাটের কদর অনেক বেশি।

মোমো : মোমো এমনই এক ধরণের সুস্বাদু খাবার যার দাম যেমন কম, এক প্লেট মোমো খেলে যেমন পেটটাও ভালোমতন ভরে যায় তেমনি আবার স্বাস্থ্যকরও। তাই অনেক মানুষের কাছেই মোমো খুব পছন্দের। মোমো সারা কলকাতাতেই বিশেষ জনপ্রিয়। মোমোর মধ্যে অনেকেই ভেজ স্টিম মোমো এবং চিকেন স্টিম মোমোটাই বেশি খান তার মূল কারণ হল যেহেতু পুরোটাই সেদ্ধ করে তৈরি করা হয় তাই অন্যান্য তেল মশলাদায়ক খাবারের মত শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

আবার যাদের স্টিম মোমো বেশি খেতে ভালো লাগে না বা যারা মোমোকে একটু মুখরোচক ভাবে খেতে চান তাদের জন্য ভেজ/চিকেন ফ্রাই ও প্যান ফ্রাই মোমো তো আছেই। মোমোর সঙ্গে যে স্যুপটা বাটি করে দেওয়া হয়। সেই গরম গরম স্যুপের স্বাদ মোমোর স্বাদের সঙ্গে মিশে এক অন্যরকম খেতে হয় যে অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করা যাবেনা।

রোল : স্ট্রিট ফুডের মধ্যে রোল একটু মশলাদার খাবার। রোল বিভিন্ন রকমের হয় তবে তার মধ্যে এগ রোল, চিকেন রোল এবং চিকেন কাবাব/কাঠি রোলটাই বেশি জনপ্রিয়। পরোটার মধ্যে ডিম বা ছোট ছোট চিকেন কিমার মিশ্রণের সঙ্গে পেঁয়াজ, লেবু, লঙ্কা, সসের সংযোগে খেতে সত্যিই খুব ভালো হয়। পার্ক স্ট্রিটের জাইকার রোল কলকাতার রোলের মধ্যে অন্যতম নামকরা রোলের দোকান বলা যায়।

চাউমিন : স্ট্রিট ফুডের মধ্যে চাউমিন বিশেষ জনপ্রিয়। যদিও একটু মশলাদার হয় তথাপি অনেকেরই পছন্দের তালিকায় চাউমিন থাকবেই। ডিম, মাংসর সঙ্গে পেঁয়াজ, সস ইত্যাদির মিশ্রণে শুধু খেতে সুস্বাদুই হয় না পেটও ভরায়।

ঘুগনি : মটর সেদ্ধ করে অল্প জল ও হলুদ দিয়ে পেঁয়াজ ও মশলার সহযোগে পরিবেশন করা হয় জিভে জল আনা খাবার ঘুগনি। অনেক জায়গায় মাংসের কিমা ও ডিমসেদ্ধও ঘুগনির ভিতর দেওয়া হয়। কলকাতার রাস্তার আনাচে–কানাচে সর্বত্রই এর স্বাদ পাওয়া যায়। যদিও বিকেল গড়ালেই এর চাহিদা বেশি। পেট সেভাবে না ভরলেও মন ভরানোর জন্য ঘুগনি আদর্শ।

আলুকাবলি : স্ট্রিট ফুডের মধ্যে আলুকাবলি একটি জনপ্রিয় ও মুখরোচক খাবার। আলুসেদ্ধ কুচিকুচি করে কেটে বিভিন্ন মশলাসহযোগে টক জলে জারিত করে পরিবেশন করা হয়। এটি কলকাতার একটি প্রাচীন সান্ধ্যকালীন মনভরানো খাবার।

চপ : চপ নামটার সঙ্গে কলকাতার মানুষের বহুদিনের সম্পর্ক। এই চপ আবার বিভিন্ন ধরণের হয়। আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি, মোচার চপ, পিঁয়াজি, ভেজিটেবিল চপ, টমেটোর চপ, ডিমের ডেভিল, মাংসের চপ আরও অনেক কিছু। তবে এর মধ্যে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় আলুর চপ ও ডিমের ডেভিল। সস্তায় শুধু মুখে অথবা মুড়ির সহযোগে গরম গরম মচমচে চপ মন ও পেট দুটোরই অতৃপ্ত স্বাদ পূরণ করে দেয়।

ডালবড় : সব খাবার শুধু যে পেট ভরানোর জন্য খাওয়া হয় এমনটা নয় মন ভরানোর জন্যও আমরা অনেক কিছু খাই। যার মধ্যে ডালবড়া অন্যতম। ডালকে মিহি করে বেটে লঙ্কা কুঁচি মিশিয়ে বা লঙ্কা কুঁচি ছাড়া তেলে গরম গরম মুড়মুড়ে ডালবড়া ভাজা হয়। ভারি খাবার না বলে এতে পেট সেভাবে ভরেই না কিন্তু এত মুচমুচে খেতে হয় যে মন ভরানোর জন্য উপযুক্ত। অনেক সময় খাবারে অরুচি এলেও ডালবড়া খেলে সেই অরুচি ভাবটাও কেটে যায়।

কলকাতার বিভিন্ন খাবারের মধ্যে স্ট্রিট ফুড এতটাই জনপ্রিয় যে বাঙালি, অবাঙালি থেকে শুরু করে বিদেশিরাও আস্তে আস্তে এই স্ট্রিট ফুডের প্রেমে পড়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে কলকাতার ঐতিহ্যের মধ্যে এই স্ট্রিট ফুড যে এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ফুড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক

বরুণ মন্ডল

অনেকটা সেই এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো ঘটনা। একদিকে পুর আয় বৃদ্ধি করা আর অন্যদিকে কলকাতাবাসীর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতার রাস্তার হোটেল ও আউটডোর রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাস্থ্যসম্মত গুণগত মান বজায় রাখা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কলকাতা পুরসভা ভারত সরকারের খাদ্য সুরক্ষা ও গুণমান নিয়ামক সংস্থার 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র (এফএসএসএআই) ছাড়পত্র ছাড়া এখন থেকে কলকাতা পুর এলাকার ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের কোথাও কোনও খাদ্য ব্যবসায়ী খাদ্র দ্রব্যের ব্যবসা করতে পারবে না। ব্যবসা তো পরের বিষয় পুর ট্রেড লাইসেন্সও (সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট) মিলবে না। পুর খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ দফতর সূত্রে খবর, শহরের প্রায় ৮৫ হাজার খাবার দোকানে পুরনো ফুড সেফটি অ্যাক্টে লাইসেন্স ছিল। কিন্তু নয়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ আইন 'ফুড সেফটি অ্যাক্টে স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্টে ২০০৬' এদেশে কার্যকর হয়েছে ২০১১–এ। আর ঘটনা হল, এই নয়া ফুড সেফটি অ্যাক্টটির সঙ্গে ২০১১–২০১৬ গত পাঁচ বছর সময়কালে এ শহরের প্রায় ৭৩ হাজার খাবার ব্যবসায়ী কোনও সম্পর্ক গড়েনি। মেয়র মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, কোনও খাবারে কে কী মিশিয়ে বিক্রি করছে, তা জানা দরকার। এর সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য জড়িয়ে রয়েছে এবং সর্বোপরি যে এই ফুড লাইসেন্সটি থাকলেই সব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। পুর খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ দফতরের মেয়র পরিষদ অতীন ঘোষ জানান, শহরের প্রায় ৮৫ হাজার খাবার ব্যবসায়ীর মধ্যে মাত্র ১২ হাজারের মতো খাবার বিক্রেতা এই আইনে নিজের ব্যবসা কেন্দ্রের নাম নথিভুক্ত করেছিল। ফলে খাদ্যে ভেজাল ধরার পুর উদ্যোগ ডানা বাঁধতে পারছে না। সেজন্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট ২০১৬ অনুযায়ী, যেসব খাদ্য বিক্রেতার ফুড লাইসেন্স নেই, তাঁদের সমস্ত তথ্য ট্রেড লাইসেন্স দফতরে লোড করে দেওয়া হবে। যাতে ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করানোর শর্ত হিসাবে এফএসএসএ আই ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রসঙ্গত, বছরে ১২ লক্ষ টাকার কম লেনদেনের জন্য ফুড লাইসেন্স ফি ১০০ টাকা। বার্ষিক লেনদেন ১২ লক্ষ টাকার বেশি হলে ফি–র পরিমাণও সামান্য বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে পুর বাজেটে এই খাতে ২১৩ কোডে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে মাত্র এক লক্ষ টাকা। যদিও গত কয়েক বছর যাবৎ এই খাতে পুর ভাঁড়ারে কোনও অর্থই আসছে না।

মেট্রো স্টেশনেও শৌচালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''স্বচ্ছ ভারত'' মিশন কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার এম সি চৌহান সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, মেট্রো স্টেশন চত্বরের ১০০ মিটারের মধ্যে যেখানে শৌচালয় নেই, সেই স্টেশনগুলিতে শৌচালয় গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুসারে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নোয়াপাড়া, শহিদ ক্ষুদিরাম ও বেলগাছিয়া স্টেশন চত্বরে শৌচালয়ের সুবিধা চালু হতে চলেছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৫ নভেম্বর – ১১ নভেম্বর, ২০১৬

রাহুলের মমতা মডেল

হঠাৎ করেই যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্বন কপি হয়ে উঠতে চাইছেন কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধি। অবশ্য ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে নয় রাহুল যেন অবিকল নকল করছেন বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন রণংদেহী মমতাকে। আসলে ক্ষমতায় ফিরে আসার অভিপ্রায়ে রাহুল গান্ধিকে এখন নানা ট্যাকটিক্স ঘেঁটে দেখতে হচ্ছে। তার মধ্যে মমতা–মডেল অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গে হালফিলে যেমন বিরোধীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না তেমনই দেশের প্রেক্ষিতেই বিজেপি তথা মোদির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের কাছে অনেকটাই পিছনের সারিতে চলে গিয়েছেন রাহুল গান্ধি এবং তাঁর কংগ্রেস। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ সময়ই দেশের শাসনভার হাতে থেকেছে কংগ্রেসের। সেখানে বিজেপির এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখছেন না সাধারণ কংগ্রেস কর্মী থেকে দলের নেতারা। তাই ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনকে এখন থেকেই পাখির চোখ করছেন কংগ্রেসের এই ভিভিআইপি সহসভাপতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন সিঙ্গুরের কৃষি জমি বাঁচানোর জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন তা সমগ্র দেশেই জনপ্রিয় হয়েছিল। একইভাবে মমতার নন্দীগ্রামের লড়াইও দেশের মানুষকে নাড়া দেয়। সিঙ্গুরে মমতার লড়াইয়ের পক্ষে কার্যত শিলমোহর দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতও। সিঙ্গুরে টাটাদের ফেরৎ যাওয়া রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে ওঠার পক্ষে যতই প্রতিকূল হোক না কেন, এর প্রেক্ষিতে মমতার আন্দোলন বেশ সঞ্চারিত হয়েছে দেশজুড়ে। তারই আস্বাদন সম্প্রতি মিলেছে আত্মঘাতী হওয়া প্রাক্তন সেনা এবং তাঁর পরিবারের সমর্থনে রাহুল গান্ধির একেবারে রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হওয়ায়। বারংবার তিনি দিল্লি পুলিশকে এমন অবস্থায় ফেলেছেন যে গান্ধি পরিবারের এই যুবরাজকে গ্রেফতার করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা পায়নি প্রশাসন। আর গান্ধি পরিবারের এই হেভিওয়েটের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে আন্দোলন বিমুখ কংগ্রেসের মরা গাংয়ে যেন নতুন করে জোয়ার এসেছে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গেও চোখে পড়েছে কংগ্রেস নেতারা পথে নেমে দলের সহ–সভাপতির প্রতি মোদি সরকারের 'বিদ্বেষমূলক' আচরণের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন। প্রাক্তন ওই সেনাকর্মী রামকিষেণের আত্মহত্যা নিশ্চিতভাবে দুঃখের। কিন্তু একে সামনে রেখে রাহুল গান্ধিরা যে আন্দোলনে নেমেছেন তাতে আদৌ সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামের মতো মজবুত ভিত্তি নেই। বরং অতি দ্রুত প্রচারের অভিমুখে আসাকেই যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে রাহুলজীর এই আন্দোলন। সত্যি কথা বলতে নিজের জীবনের বহু কষ্ট–নিপীড়নকে পাথেয় করে এই জায়গায় এসেছেন মমতা। কিন্তু ঠান্ডা ঘরে বসে সেই আন্দোলনের কার্বন কপি করা কি অত সহজ?

অমৃত কথা

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য–তারতম্যে প্রসুত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতে সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ওই চতুর্বর্ণের কোনও কোনওটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘাটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।

চীন, সুমের, বাবিল, মিসরী, খলদে, আর্য, ইরানী, য়াহুদী, আরাব–এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে। দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কূল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ–নেতৃত্ব কেবল ইংলন্ডপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।

যদ্যপি প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে

ভেনিসাদি বাণিজ্য–প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বহুপ্রতাপশালী হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের অভ্যুদয় ঘটে নাই।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ ব্যক্তিগণ ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় ওই বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ করিতেন। দেশ শাসনাদি কার্যে সেই কতিপয় পুরুষ সওয়ায়, অন্য কাহারও কোনও বাঙ নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না। মিশরাদি প্রাচীন দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য উপভোগ করিয়া রাজন্যশক্তির অধীন ও সহায় হইয়া বাস করিয়াছিল। চীনদেশে কংফুছের প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্ধদ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে আপন ইচ্ছানুসারে পালন করিতেছে এবং গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সর্বগ্রাসী তিব্বতীয় লামারা রাজগুরু হইয়াও সর্বপ্রকারের সম্রাটের অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ভারতবর্ষের রাজশক্তির জয় ও বিকাশ অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক পরে হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই চীন মিশর বাবিলনাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান। এক য়াহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য শক্তির উপর স্বীয় আধিপত্যবিস্তারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছিল। বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও ক্ষমতা লাভ করে নাই। সাধারণ প্রজা পৌরোহিত্যবন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া অভ্যন্তরে ঈশাহী ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায়–সংঘর্ষে ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে উৎসন্ন হইয়া গেল।

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধুল্যবলুন্ঠিত হইল, কত রাজদন্ড চিরদিনের মতো ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্যদেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ সাজিয়া নিজ নিজ গৌরববিস্তারের আস্পদ বলিয়া।

যে নতুন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংল্যান্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

অতএব ইংল্যান্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেলপুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাটগণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রসাদ, চতুরঙ্গিনীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর–এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংল্যান্ড বিদ্যমান। সে ইংল্যান্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী–পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার–ইংল্যান্ডের ভারতবিজয়। এ নতুন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নতুন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।

যারা বাজারে রং করা আলু–ছোট ইলিশ মাছ কেনে তারাই স্টিয়ারিংয়ে বসে পিষে দেয় সার্থক–তুলিকাদের

নির্মল গোস্বামী

গত ২৫ অক্টোবর বাংলার প্রতিশ্রুতিবান কিশোর সাঁতারুকে নিয়ে তার মা তুলিকা মিত্র কোন্নগরের বাড়ি থেকে স্কুটি নিয়ে নৌকায় করে বিটি রোডে আসেন ছেলের স্কুলে। সেখান থেকে ছেলেকে নিয়ে বিটি রোড ধরে যাচ্ছিলেন বালিতে, সেখানে ছেলের প্র্যাকটিস ক্লাস ছিল। রাস্তায় দুটি লরির অস্বাভাবিক গতি আর রেষারেষির ফলে মাঝপথে রুদ্ধ হল মা ও ছেলের যাত্রাপথ। থেমে গেল প্রাণের স্পন্দন। অপমৃত্যু হল একটি সৌম্য প্রচেষ্টার। অতটুকু বয়সের ছেলে স্বপ্ন দেখত কেল্পসের মতো অলিম্পিকে সোনা জেতার। রাজ্য সাঁতারে ২০০ মি ব্যাক স্ট্রোকে সবে রুপো জিতেছে। আরও কঠোর অনুশীলনে নিয়োজিত করেছিল নিজেকে সার্থক। সার্থকের সার্থকতায় কোথাও যাতে ছেদ না পড়ে তার জন্য মা তুলিকার সাধনা চলছিল সবার অলক্ষ্যে। ছেলের সার্থকতার মধ্যেই ছিল মায়ের সাধনার স্বীকৃতি। ছেলের খাওয়া দাওয়া, ঘুম, পড়াশোনা, শরীর চর্চা, অনুশীলন সবই চলত নিয়ম মতো ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। স্কুল ও অনুশীলনের জন্য যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুমাস আগে স্কুটি কিনে চালানো শেখে তুলিকাদেবী। তখনই বোধহয় বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে বসে ক্রুর হাসি হেসে ছিলেন।

ছেলে স্ত্রীকে হারিয়ে পিতা শৌভিক মিত্রের পৃথিবীটা যেন হঠাৎ থমকে গেল। সেখানে দিন রাত্রি নেই, শীত গ্রীষ্ম নেই, নীল সাদা রং নেই। পৃথিবীর রূপ–রস–গন্ধ সব কে যেন শুষে নিয়েছে। ভূত থেকে ভবিষ্যৎ বিস্তৃত বিশাল উষরতার মধ্যে তিনি নির্বাক। শোকাতুরা। শোক স্তব্ধ তার সহ সাঁতারু থেকে কোচ সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শোকস্তব্ধ সার্থকের সালকিয়ার মামার বাড়ি, শোক স্তব্ধ সার্থকের মা তুলিকার বাখরা হাটের মামাবাড়ি।

একটাই প্রশ্ন খুব বড় করে দেখা দেয় তা হল এই মৃত্যু কি অনিবার্য ছিল? এই মৃত্যুকে কি এড়ানো যেত না? ওই একই দিনে আর এক ২৩ বছরের তরুণী প্রথম দিন চাকরিতে যোগদান করেছিল। তিনি ইচ্ছা করে অফিসে নাইট ডিউটি নিয়েছিল। রাতের কলকাতার রূপ দেখবে বলে। প্রথম দিনের চাকরির পর তাকে আর বাড়ি ফিরতে হয়নি। ভোরে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুতগামী লরি পিষে দেয় কলকাতার রাস্তায়।

এর জন্য একমাত্র দায়ী চালকদের বেপরোয়া মনোভাব। চালকরা যদি একটু সচেতন হতো। তারা যদি মনে রাখতো যে সে ছাড়াও রাস্তায় অন্য অনেকেও যান নিয়ে চলাচল করে। শুধু তাদের কথা ভেবে যদি একটু ধৈর্যের সঙ্গে গাড়ি চালাতেন তাহলে এইসব প্রতিশ্রুতিবান প্রাণ অকালে ঝরে যেত না। আমাদের দেশে প্রতি বছর ৬০,০০০ (ষাট হাজার) মানুষ পথ দুর্ঘটনার বলি হয়। এই মৃত্যুর হার কমানোর জন্য যত প্রচেষ্টা হচ্ছে ততই যেন বে–পরোয়া হয়ে উঠছে চালকরা। কমা দূর অস্ত, দিন দিন চালকদের বেপরোয়া মনোভাব যেন উৎকট হয়ে উঠছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেফড্রাইভ সেভ লাইফ এর নাড়া দিয়েছেন। গ্রামগঞ্জে প্রতিটি প্রাইমারি থেকে হাই স্কুল প্রচার করেছে। দেওয়াল লিখেছে, ব্যানার ঝুলিয়েছে। এই যে এতো হাজার দুর্গাপুজো হল তার প্রতিটি প্যান্ডেলে বোর্ড লাগানো হয়েছিল সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর। এতো পরিশ্রমে, এতো খরচ, এতো প্রচেষ্টা সব যেন ব্যর্থ গেল। এই জন্যই বলছি যে শুধুমাত্র আমি যে থানায় বাস করি সেই বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় পুজোর সময় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে পথ দুর্ঘটনায়। তার মধ্যে বেপরোয়া বাইক আরোহীর সংখ্যাটাই বেশি।

কিছুদিন আগে অটো দৌরাত্ম্য নিয়ে মিডিয়া সরগরম ছিল। তারপর এল পুল–কার দুর্ঘটনা। অতোটুকু শিশুদের নিয়ে যারা যাতায়াত করে তাদের দায়িত্ব পালনের যে কত ফাঁক ফোঁকর তা জনগণ জানে। চার চাকা পণ্য পরিবহনের যানকে কে করবে

শাসন? কে কার কথা শুনবে। রাফ ড্রাইভিং সবই চলছে আগের মতো। রাস্তায় পুলিশের তোলাবাজি বন্ধ হয়নি। পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য গাড়ি ছোটায় ড্রাইভাররা। সেই কারণে বলি হয় পথচারীরা। কোথাও বা রাস্তা পারাপারের জন্য দুর্ঘটনা ঘটে।

অথচ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে তো এতো পথ দুর্ঘটনা ঘটে না। আমাদের দেশে ঘটে তার কারণ আমরা অসভ্য। সভ্যতার মুখোশের আড়ালে আমরা চরম অসভ্য জাতি। আমাদের প্রাচীন বেদ পুরাণের বয়স মেপে নিজেদের প্রাচীন সভ্য জাতি ভেবে গর্ব করি। কিন্তু নাগরিকদের কর্তব্য এতোটুকু পালন করিনা। সিভিক আইন আমরা সহজে মানতে চাইনি। আমাদের চাবুক মেরে মানাতে হয়। আমরা পথ চলি ইচ্ছা মতো। কোনও ক্ষেত্রেই অপরের কথা ভাবিনা। তা না হলে প্রতিদিন ট্রাফিক পুলিশকে জনতার হাতে মার খেতে হয়! রাজনীতির ক্ষমতায় মদমত্ত নাগরিক ভুলে যান তিনিও একজন পথচারী। পথে যখন চলছে তখন পথের আইন মানতে বাধ্য। আর যারা রাস্তা সচল করার কাজ করছে তাদের সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আমরা শুধু মিটিংয়ে মিছিলে সহ নাগরিকদের কথাগুলো ফাটিয়ে জানান দিই। তারপর ভুলে যাই খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজে। অটোতে উঠে জোরে চালালেই প্রতিবাদ করি। কিন্তু সহযাত্রীরা কেউ করে না। বলি ওরে বাবা তোদের নিয়ে এতো আলোচনা হচ্ছে তোদের বদনাম হচ্ছে তবু তোরা একটু ধরে চালাবি না? কেন এখন তো কারও অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। অহেতুক অন্য গাড়িকে ওভারটেক করে কী লাভ? এই কথা যদি প্রতিটি প্যাসেঞ্জার অটো ড্রাইভারকে বলে তাহলে কিন্তু অনেক কাজ হয়।

আসলে আইন না মানাটাই যেন আমাদের মজ্জায়। বাজারে যাই ছোট ছোট ইলিশ থেকে রাগ হয়। ৯ ইঞ্চির ছোট ইলিশ ধরা, বিক্রি করা, বহন করা, ক্রয় করা আইনত অপরাধ। আমি বললে প্রতিকার বলে তবু গরিব লোকেরা ২০০ টাকায় ছোট ইলিশ খেতে পাচ্ছে। আমি বলি কিন্তু একবছর অপেক্ষা করলে ২০০ টাকায় বড় ইলিশের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ থাকত। কাকস্য পরিবেদনা। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে। ব্যবসায়ীরা বলে পুলিশকে টাকা দিয়েই তো মাছ আনছি। এখানে সকলেই পুলিশকেই দোষ দেব। কিন্তু নাগরিকরা যদি সচেতন হত তারা একদিন যদি ওই ছোট মাছ না কিনত তাহলে ব্যবসায়ী আর বাজারে আনতও না। জেলেরা আর ধরত না। যারা ছোট ফাঁদের জাল বিক্রি করে তারা আর জাল তৈরি করত না। যেমন বাংলাদেশ এই সমস্যাকে সম্পূর্ণ জয় করেছে— প্রশাসন এবং নাগরিক সচেতনতার মাধ্যমে। তারা বড় ইলিশ কখন পাঠাবে তার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকি।

সমস্ত খাবারে ভেজাল। আমরা কি খাব তা জানি না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আলুতে রং করা বন্ধ করেছে পাইকারি আলু ব্যবসায়ীরা। কিন্তু বাজারে যারা খুচরো বিক্রি করছে তারা অনেক সময় রং মেশাচ্ছে। আমি প্রতিবাদ করছি যার আলুতে রং নেই তার থেকে কিনছি কিন্তু অন্যজনের কোনও হেলদোল নেই, তারা বিনা বাক্যে সেই রং করা আলু কিনছে। আইন করে সরকার উৎসমুখে রং করা বন্ধ করেছে কিন্তু বাজারে বাজারে ক্রেতারা যদি সচেতন হয় তবে তা বন্ধ হবে। এর দায় পুলিশ বা প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিলে হবে না। আমরা খাব আমাদের ক্ষতি আমাদের বুঝতে হবে। এই যে উদাসীন মনোভাব তা সবক্ষেত্রে।

শুধু ট্রাক ড্রাইভারদের দোষ দিয়ে, শুধু প্রশাসনের দোষ দিয়ে, পথ দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। যত দিন না আইন মানার মনোভাব আমাদের মধ্যে তৈরি হবে ততদিন রাস্তায় বেপরোয়া যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। যারা বাজারে রং করা আলু কেনে ছোট ইলিশ মাছ কেনে তারাই স্টিয়ারিংয়ে বসে বেপরোয়া গাড়ি চালায় কারণ নিয়ম না মানাটাই তাদের দস্তুর। তাই সার্থক মিত্রের কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি একদল অসভ্য নাগরিকদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলে তাই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই ঝরে পড়ে গেল। তোমার সহ নাগরিক যেন সর্বক্ষেত্রে আইন মেনে চলার অভ্যাস রপ্ত করে সেই প্রার্থনা করি সর্বশক্তিমানের কাছে।

খারাপ ছেলেরা খারাপ কাজ করে ভালো ছেলেমেয়েরা তাহলে কি করেন?

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মুখে চুক চুক শব্দ করে জগা বলল— না, দাদা, সত্যি বলছি এই দেশটার প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেল।

আমি বললাম— কেন রে,

জগা বলল— মানে?

আমি বললাম— মানে তো অতি সোজারে জগা। যারা খারাপ কাজ করে তাদের আমরা খারাপ ছেলে বলি, কিন্তু বিপরীতে আমাদের ভালো ছেলেমেয়েরা ভালো ছেলেমেয়েদের ভূমিকা কোথায়?

এইসব ভালো ছেলে মেয়েদের মাঝে মধ্যে ঝলক দেখা যায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বিতর্ক সভায়। বিতর্ক সভায় এরা ক্যামেরার সামনে

হাজার গন্ডা প্রতিবাদী কথা বলে, কিন্তু কাজের সময় অষ্টরম্ভা। জগা, ভালো ভালো কথা বলা আর ভালো কাজ করার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

আবার কি হলো?

জগা বলল— হতে আর কি বাকি আছে? দৈনিক কাগজটা একবার খুলে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে, চারিদিকে খালি খুন–জখম, শ্লীলতাহানি, মারামারি, ক্লাবের পুজোতে মাইকের উৎকট আওয়াজ, যুবতীদের হাত ধরে টানাটানি— এই চলছে।

আমি বললাম— কিন্তু জগা, এইসব করছে কারা?

জগা অবাক হয়ে বলল— কারা আবার? যারা খারাপ ছেলে–পিলে তারাই করছো এ–কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

আমি বললাম— কথা তো ঠিকই বলেছিস জগা। খারাপ কাজ খারাপ ছেলেরাই করে। কিন্তু প্রশ্ন ভালো ছেলেমেয়েরা তাহলে কি করছে?

কোথায়? তোকে একটা সোজা কথা বলি জগা, ভালো রেজাল্ট করে, তারপর একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করলো, অথবা ভালো রেজাল্টের পর জার্মান–আমেরিকা পাড়ি দিল। এবং সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে বিদেশে জাঁকিয়ে বসল। পাড়ার মানুষজন এমন ছেলেপিলেদের বলে— দারুণ ছেলে, তাই তো। অর্থাৎ ভালো রেজাল্ট প্লাস ভালো আয় আর ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, এদেরই তো আমরা বলি— সাবাস ছেলে। দারুণ ছেলে, ভদ্র ছেলে। কিন্তু এদের ভালো কাজ কোথায়? খারাপ কাজকে প্রতিহত করার জন্য এদের ভালো কাজ কোথায়? সমাজের সর্বস্তরে এক বিশৃঙ্খলা চলছে। সেই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য এদেশে

তুই দ্যাখ জগা, যে দেশটা নাগাসাকি–হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলল, সেই আমেরিকায় আজ সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে সেখানকার ভালো ভালো যুবকেরা। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়— আমেরিকায় আজ বোমা–আগ্নেয়াস্ত্র আবঙ্কার করছেন এমন বিজ্ঞানী বা এমন গবেষণা সংস্থায় জড়িত বিজ্ঞানকর্মীদের বাড়িতে পোস্টার পড়ছে। সেই পোস্টারে সরাসরি হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে মানুষ ধ্বংস করে, এমন দ্রব্য আবিষ্কার থেকে বিরত থাকো। নতুবা তোমার মুন্ডু আস্ত থাকবে না ইত্যাদি।

অথাৎ সেখানকার ভালো যুবক–যুবতীরা আজ ঘরে বসে নেই। বিবিসি–র সদর দফতরে যুবক–যুবতীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন 'সাজানো' সংবাদ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা চলবে না। যুদ্ধের পক্ষে যারা উস্কানি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আজ একদল যুবক–যুবতী সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ইউরোপে। অবশ্য দৈনন্দিন যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হচ্ছে সে সব দেশে সেক্ষেত্রে ইউরোপে যুবক–যুবতীদের প্রতিবাদী হওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সেখানকার পুলিশ–প্রশাসন ভীষণভাবে সক্রিয়। তাই ইউরোপের যুবক–যুবতী সমাজের উচ্চস্তরে সংঘটিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সোচ্চার, মোটা কথায় পাশ্চাত্যের ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো কাজে সদাই নিয়োজিত থাকেন।

বুঝলি জগা, আমাদের দেশেও প্রতিবাদ যে হয় না, তা নয়, তবে সেই সব প্রতিবাদ করতে দেখা যায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের। ক্লাব উৎকট ভাবে মাইক চালাচ্ছে। প্রতিবাদ করে মার খেলেন কে— এক বৃদ্ধ। কালীপুজোতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। দু একজন যুবক অবশ্য ভালো কাজ করে বটে, তবে তা খাপছাড়া উদাহরণ।

আসলে কি জানিস জগা, আমরা প্রধান ব্যক্তিরাই সন্তানদের এখন একটা মাত্র স্তোত্র বাক্য শিখিয়েছি, তা হচ্ছে— তোরা মন দিয়ে পড় বাবা। আর পড়াশুনো শেষ করার পর শেখানো হয়, চাকরি–বাকরি করে ঘর সংসার নিয়ে থাক বাবা, দেশ চুলোয় যাক তোর নাক গলানোর দরকার কি, আরও তো মানুষ আছেন, আমাদের কোন ঠেকা? অর্থাৎ ভালো ছেলে হও বাবা। মানে ঘর কুনো হও।

সুতরাং— রাস্তায় যখন যুবতীরা আর্তস্বরে তার শ্লীলতা রক্ষায় সাহায্য চাইতে থাকেন, তখন আর কাউকে পাওয়া যায় না বুঝলি জগা।

চল্লিশ ফুট উচ্চতার জগদ্ধাত্রী

জগৎ যদি এত বড়! ধাত্রী তাহলে কত বড়!

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানা এলাকায় ডোঙাড়িয়া মনসাতলার তরুণ সংঘ চল্লিশ ফুট উচ্চতার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইছে। গত বছর কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের বৃহত্তম দুর্গা প্রতিমা হইচই ফেলে দিয়েছিল। এবার তরুণ

সংঘের সদস্যদের দাবি সম্ভবত তাদের জগদ্ধাত্রীই এ বছর রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম। দুর্গা পুজোর অনেক আগে থেকেই মন্ডপ বেঁধে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। এখন চলছে অন্তিম পর্ব। কুমোরটুলি থেকে ডাকের সাজ আনা হয়েছে। প্রতিমাকে সাজানোর কাজ চলছে। মৃৎশিল্পী বাবলু মান্না নিপুণ হস্তে প্রতিমা তৈরি করেছেন। প্রতিমার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশাল উচ্চতার মন্ডপও তৈরি হয়েছে। প্লাসটিকের বাটি, প্লাই, ব্রাশ দিয়ে অভিনব মন্ডপ তৈরি করছেন চিত্তরঞ্জন জানা। তরুণ সংঘের সম্পাদক কৃষ্ণ মন্ডল জানালেন ৫ নভেম্বর প্রতিমার আবরণ উন্মোচন হবে। ২৪তম বর্ষে তাদের থিম 'জগৎ যদি এত বড়! ধাত্রী তাহলে কত বড়!'' প্রতিদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে নানা অনুষ্ঠান থাকবে। আলোকসজ্জাতেও অভিনবত্ব থাকবে। আলোক সজ্জার দায়িত্বে আছে স্বপন কর্মকার।

তরুণ সংঘের এবারের জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অনেক দূর–দূরান্ত থেকে তরুণ সংঘের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করছে সংঘের সদস্যরা। বৈধ অনুমতি নিয়েই পুজো করে থাকে তরুণ সংঘ। বিগত কয়েক বছর নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির জগদ্ধাত্রী সম্মানে ভূষিত হচ্ছে এই ক্লাব।

বীরভূম এক্সপ্রেস

সম্প্রীতির গণফোঁটা

অভীক মিত্র : ১ নভেম্বর (মঙ্গলবার) বীরভূম জেলাজুড়ে পালিত হল গণ ভাইফোঁটা। বক্রেশ্বরে ১০০ শিশুকে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লি এলাকায় ক্ষুদে পড়ুয়াদের ফুল, চকোলেট, ফোঁটা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অম্লানকুসুম ঘোষ। কুন্তলা হোমে বাচ্চাদের গণ ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে গণ ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান করছেন বোলপুরের জামবুনির বাসিন্দা হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম থেকে পাশে থাকলেও এই বছর অসুস্থতার জন্য আসতে পারেন নি রাষ্ট্রপতির দাদা পীযূষ মুখোপাধ্যায়। বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ফোঁটা দেওয়া হয়।

● সিউড়ি হোমে আবাসিকদের ফোঁটা দেন হোম সুপার কাকলি কুন্ডু চট্টোপাধ্যায়। ১৭২ জন পথশিশুকে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়। ভাইফোঁটা দেওয়ার পর চিনপাই সিদ্ধেশ্বরী কালী নিরঞ্জনের বিশ্রামতলায় ১৫ হাজার ভক্তকে ভোগ খাওয়ানো হয়। সিউড়ি সংশোধনাগারে ভাইদের ফোঁটা দিল বোনেরা। সাঁইথিয়া শশীভূষণ বিদ্যালয় মাঠে ৩৫০কে গণ ভাইফোঁটা দেওয়া হয়।

● এইভাবেই ১ নভেম্বর বীরভূম জেলায় সাড়ম্বরে পালিত হল গণ ভাইফোঁটা উৎসব।

ফোঁটার আগেই মৃত্যু দিদির

নিজস্ব প্রতিনিধি : মামাতো ভাইদের ভাইফোঁটা দেওয়া হল না মল্লিকার। ১ নভেম্বর ভাইফোঁটার দিন খড়গ্রামের বাড়ি থেকে মামাতো ভাইদের ফোঁটা দিতে যাওয়ার সময় বীরভূমের বাসোয়া গ্রামের কাছে টোটো উল্টে মারা গেল মল্লিকা মাল (১৮ বছর)। মৃতার দেড় বছরের ছেলে ও দিদিমা ভাল আছেন।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার ভাইফোঁটার দিনে ভুতুরপুর গ্রামে ম্যাজিক ভ্যান উল্টে জখম মামনি দে, স্বামী সুশান্ত দে ও দুই মেয়ে। তারা সাঁইথিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সর্পাঘাতে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরু আনার সময় মাঠে সাপে কামড়ায় ৩ বছরের মুনমুন হাঁসদাকে। বীরভূমের উষারোহ গ্রামের ঘটনা। বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে মারা যায়। মাঠে চাষ করার সময় সাপে কামড়ায় ছিটগ্রামের খেতমজুর প্রকাশ সাহাকে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় প্রকাশ।

বিধায়কের উপর হামলা

বিশ্বজিৎ পাল, কুলপি : সোমবার রাত ৮.৩০ টায় কুলপি কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের উপর হামলার চক্রান্ত ভেস্তে দিল তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার কুলপি মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে কুলপি মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে প্রতিদিনের মতন এদিন রাতে কুলপি কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার আসেন। বিধায়ক পার্টির বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই কুলপির বাসিন্দা বিশ্বনাথ হালদার নামে এক ব্যক্তি তৃণমূলের কার্যালয়ে ঢুকে গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি সে বিধায়কের দিকে ধেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের কর্মীরা বিশ্বনাথ হালদারকে বের করে দেয় কার্যালয় থেকে। তৃণমূলের কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন বিধায়কের উপর হামলার চক্রান্ত করছিল। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন বিশ্বনাথ হালদার নামে এক ব্যক্তি তৃণমূলের কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে হঠাৎই। এমনকি গালিগালাজ করতে থাকে। তৃণমূলের কর্মীরা তাকে বের করে দেয়। তবে এ বিষয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করিনি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার রাতে একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে মৃত্যু হয় এক ছাত্রের এবং জখম হয় একজন। মৃত ছাত্রের নাম শিবশংকর মন্ডল (২১), জখম তাপস নস্কর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার কালীমন্দির এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পোড়ামুড়া গ্রামের বাসিন্দা শিবশংকর মন্ডল ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজে বিএ তৃতীয় বর্ষে পঠন–পাঠন করছিল বাংলার অনার্স নিয়ে। তার মা জয়ন্তী মন্ডল ও দাদা বাপ্পা মন্ডলকে নিয়ে তাদের কোনওমতে সংসার চলতো। ছাত্রের মা জয়ন্তী মন্ডল বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে ছোট ছেলে শিবশংকর মন্ডলকে পড়াশুনা করাচ্ছিলেন। ছাত্র হিসাবে শিবশংকরের বেশ সুনাম ছিল গ্রামে এবং কলেজে। শিবশংকের দাদা বাপ্পা দিন মজুরির কাজ করে। এই ঘটনায় মৃত ছাত্র শিব শংকরের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পরে। নেমে আসে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া। একই গ্রামের প্রতিবেশী তাপস নস্কর ও শিবশংকর মন্ডল দুই বন্ধু। এদিন রাতের ঠাকুর দেখতে বের হয়েছিল ছাত্র শিবশংকর মন্ডল, তাপস নস্করের মোটরবাইকে। সাতমুখীর দিকে যাচ্ছিল। কালীমন্দির এলাকায় রাস্তার গর্তে মোটরবাইকের সামনের ঢাকা পড়লে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকটি পড়ে যায়। ছাত্র শিবশংকরের মাথায় আঘাত লাগে এবং জখম হয় মোটর বাইক আরোহী তাপস নস্কর। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে তারা ২ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। যেখানে ছাত্র শিবশংকরের অবস্থা অবনতি হলে চিকিৎসকেরা কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। যেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় মৃত্যু হয় এবং মোটর বাইক আরোহী জখম হয়। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গুলিতে জখম ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে গুরুতর জখম হয় ব্যবসায়ী। জখম ব্যবসায়ীর নাম সালমান বৈদ্য। বর্তমানে সে ডায়মন্ড হারবার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উল্লেখ্য গত ২৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার বাঁকিপুর গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী সালমান বৈদ্য রাতে মগরাহাট বাজারে দোকান বন্ধ করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। বাড়িতে ঢোকার মুখে দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি করলে ব্যবসায়ীর ডান পায়ে গুলি লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুঁড়লে ব্যবসায়ী সালমান বৈদ্যর ডান পায়ে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে অচৈতন্য হয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে একটি ঘরে আটকে রাখে। এই ঘটনায় জখম ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যরা খোঁজা খুজি শুরু করে। গত ২ নভেম্বর ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যরা ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে জখম ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ দুষ্কৃতীরা বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ী সালমান বৈদ্যকে হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ জানান এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি করলে জখম হয় ব্যবসায়ী। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পর্যটনের সম্ভাবনা দেখতে জিপ্লটে স্ট্যান্ডিং কমিটি

মেহেবুব গাজি

সুন্দরবনে পর্যটন সম্ভবনা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার দুপুরে পাথরপ্রতিমার জিপ্লটের গোবর্ধনপুর এলাকা ঘুরে দেখলেন বিধানসভার পাবলিক সেক্টর ইউনিট (পিএসইউ) স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। এদিন দুপুরে এলাকার বিধায়ক সমীর জানাকে সঙ্গে নিয়ে তিন ঘন্টার বেশি সময় ধরে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পরশ দত্ত, অনন্তদেব অধিকারী সহ চারজনের একটি প্রতিনিধি দল সম্ভাব্য পর্যটন কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন। এমনকি সুবিধা ও অসুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। বিধায়ক পরশ দত্ত বলেন, 'সুন্দরবনের পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে সাগর ও বকখালিতে কিছু পরিকাঠামোর কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও সম্ভাব্য পর্যটন কেন্দ্রের জন্য আর কি কি করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হল। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট দ্রুত পর্যটন দপ্তরকে জমা দেব।'

সুন্দরবনের পর্যটন সম্ভবনা নিয়ে নানা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, বছর দেড়েক আগে জলপথে সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে পাথরপ্রতিমার এই দ্বীপটি।

সুন্দরবন

সুন্দরবনের নির্জন এই দ্বীপটি মুখ্যমন্ত্রীর খুব প্রিয় বলে দাবি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের। মূলত, জিপ্লট দ্বীপের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ক্রমাগত পলি জমতে জমতে তৈরি হয়েছিল এই বেলাভূমি। পাশেই রয়েছে ইন্দ্রপুর, দাসপাড়া ও গোবর্ধনপুর গ্রাম। এই বেলাভূমিতে পৌঁছাতে জিপ্লট দ্বীপের ঘাট থেকে তৈরি হয়েছে প্রায় ২০ কিমি পাকা রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সেই রাস্তায় ইতিমধ্যে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। পর্যটকদের থাকা–খাওয়ার জন্য আগামী দিনে তৈরি করা হবে আধুনিক মানের পরিবেশ বান্ধব লজ ও কটেজ। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য ইন্দ্রপুরে একটি কোস্টাল থানা আগেই গড়ে তোলা হয়েছে।

সুন্দরবন দফতরের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বনশ্যামনগর ও জিপ্লটের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের জন্য চালতাবুনিয়া নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে অচিন্ত্যনগরের উত্তর প্রান্ত থেকে বনশ্যামনগরে সড়ক যোগাযোগের জন্য পাখিরালা নদীর উপর পাকা সেতু তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু এই নদী পথ আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে চিহ্নিত তাই সেতুর উচ্চতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এই পর্যটন কেন্দ্রের কাছাকাছি ধনচি, কলস, চাঁদমারি, বনিক্যাম্প ও ভাগবতপুর কুমির প্রকল্পের মত সুন্দরবনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও এই পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যেই একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রকল্প রিপোর্ট পর্যটন দফতরে জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে সম্ভাব্য পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আগামী দিনে এই পর্যটন কেন্দ্র চালু হলে এলাকার বাসিন্দাদের আর্থ–সামাজিক পরিকাঠামো উন্নতির ব্যাপারে খতিয়ে দেখতে এদিন পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়েস্ট বেঙ্গল এম আর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের কাজকর্মে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না রাজ্যের সাধারণ ডিলার্স তাদের অভিযোগ ছিল যে সম্পাদক মহাশয় ডিলার্সদের সমস্যা নিয়ে, দাবি দাওয়া নিয়ে কোনও কার্যকরী আন্দোলন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রীর কাছে সুনির্দিষ্ট দাবি দাওয়া পেশ না করে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবং এই বিষয়ে সমিতির তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সম্পাদকের বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপেরও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। এমত অবস্থায় গত ২৪/১০/২০১৬ তারিখে শিয়ালদহে বেঙ্গল মোশান পিকচার্সের সভাগৃহে রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর আহূত সভায় সদস্যার ক্ষোভ উগরে দেয়। ক্ষোভের একমাত্র উপশমের উপায় হিসাবে সভাপতি জগন্নাথ কোলে, সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ গোস্বামী তাঁদের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। জগন্নাথ কোলে এবং খায়রুল আলম মহাশয়রা রাজ্য কমিটির সাধারণ সদস্যপদও ত্যাগ করেন।

উক্ত সভায় একটি অন্তবর্তী কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী রাজ্য কমিটির সভায় স্থায়ী সম্পাদকমন্ডলী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্তবর্তী সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যগণ হলেন উপদেষ্টা মন্ডলী (১) চেয়ারম্যান শ্রী অশোক দেব (বিধায়ক) (২) ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রফিকুল রহমান (বিধায়ক) (৩) ভাইস চেয়ারম্যান সওকাত মোল্লা (বিধায়ক)।

(১) সভাপতি হাসান উল্লা লস্কর (২) সাধারণ সম্পাদক নিখিলেশ ঘোষ, (৩) কার্যকরী সভাপতি মাধব পাঁজা, (৪) কোষাধ্যক্ষ প্রমোদ ঘোষ, (৫) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলু আলম। সাতজন সভাপতি, ছয়জন সম্পাদক, নয়জন সংগঠক সম্পাদক সহ মোট ৩৩ জনের সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয়েছে।

কিশোরীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার এক মৃত কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত কিশোরীর নাম সবিতা নস্কর (১৬)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার দক্ষিণ রেদোখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ রেদোখালি গ্রামের বাসিন্দা কিশোরী সবিতা নস্করের সঙ্গে গত ২ নভেম্বর মায়ের সাথে মোবাইল নিয়ে বচসা বাঁধে। কিশোরীর মা ষষ্ঠী নস্করের হাত থেকে মোবাইল পড়ে গিয়ে মোবাইলটি ভেঙে যায়। মোবাইলটি ভেঙে গেলে তৎক্ষণাৎ মেয়ে সবিতা দাবি করে মোবাইল কিনে দেওয়ার জন্য। মা ও মেয়ের মধ্যে বাঁধে বচসা।

এ ঘটনার জেরে রাতেই নিজের ঘরে কিশোরী বিষ খায়। কিছুক্ষণ পর কিশোরী চিৎকার করলে তার পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসে। তারা বিষয়টি বুঝতে পেরে কিশোরীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকরা কিশোরী সবিতা নস্করকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানান এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে বিষ খেয়ে মারা গিয়েছে। তবে কি কারণে বিষ খেয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কম্বল বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ অক্টোবর নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করেছিল। কালীপুজো উপলক্ষ্যে ওই দিন সন্ধ্যায় নোদাখালি থানার পার্শ্ববর্তী মাঠে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন, ডিএসপি উৎপল মিত্র, নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রমুখ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, মানুষকে পাশে নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কাজ করতে হবে।

কম্বল বিতরণ এবং নরনারায়ণ সেবার উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। সভাপতি স্বপন রায় বলেন, সারা বছর ধরেই নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি নানা সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবার কম্বল বিতরণ আরও একটি নতুন উদ্যোগ।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন পুজো উপলক্ষে সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। কম্বল বিতরণ ও নরনারায়ণের সেবার ব্যাপারে আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র বিশেষ উদ্যোগ নেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হেমন্ত কামওয়াজি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়।

জলসঙ্কটে জেরবার এলাকাবাসী

প্রথম পাতার পর

ফলে প্রকৃত গ্রাহকরা জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানান, কোম্পানির পক্ষ থেকে এলাকা দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। এই গরমে যদিও নামমাত্র জল পাওয়া যেত, সেই বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে এইসব অবৈধ গ্রাহকরা। তারা মেন পাইপ ফুটো করে লাইন টেনে নেওয়ায় তাদের জল পেতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। বেআইনি সংযোগ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি সব দায় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করেন। যারা চুরি করে জলের লাইন নিয়েছে, তাদের কয়েকজনকে প্রশ্ন করা হলে, তারাও পঞ্চায়েত সব জানে বলে দাবি করে। এ বিষয়ে কদম্বগাছি তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সভাপতি আব্দুল মাতিন সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি কোনও অনুমতি দেননি, বলে জানান। তিনি এও বলেন, 'যারা চুরি করে জলের লাইন ব্যবহার করছে, কোম্পানি যদি তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়, তাহলে পঞ্চায়েতের কোনও আপত্তি নেই।' তিনি আরও বলেন, 'এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সকল মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে পানীয় জল পায়, তার জন্যে একটা পরিকল্পনা চলছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকায় রিজার্ভার ট্যাঙ্ক প্রয়োজন।

এজন্য এক বিঘা জায়গার দরকার। উপযুক্ত জায়গা পেলেই সাংসদ কোটার টাকায় একাজ সম্পন্ন করা হবে।' দিন কয়েক আগে কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের পাইপ থেকে জ্যান্ত পুঁটি মাছ বেরোতে দেখা গিয়েছে। এমনকি মাছ ছাড়াও সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়ও বেরোতে দেখা গিয়েছে। পানীয় জলের লাইনে এহেন অবস্থাকে ঘিরে এলাকাবাসীরা ক্ষুব্ধ হন।

পিএইচই দফতরকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে উল্লেখ করেন মহঃ রেজাউল মন্ডল ও গোলাম হোসেন। তাদের অনুমান বেআইনিভাবে জলে লাইন সংযোগের ফলে কোথাও লিকেজ থেকে যাচ্ছে। যার কারণে এই ঘটনা ঘটছে বারবার। প্রশ্ন উঠছে, দূষিত জল খেয়ে এলাকার মানুষ কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তার দায়িত্ব নেবে কে? এবিষয়ে কদম্বগাছি অঞ্চল প্রধান সামদুর নাহার বিবি বলেন, 'জলের সাথে পুঁটি মাছ পড়তে শুনেছি। বারাসত ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ গৌতম পালকে জানিয়েছি এবং জলের কোম্পানির সাথে কথাও বলতে বলেছি।' এছাড়াও সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেন অঞ্চল প্রধান।

কেমন আছে শহিদ পরিবার, খোঁজ নিলাম আমরা

জয়িতা কুন্ডু : যমুনাবালিয়া। হাওড়া জেলার জগৎবল্লবপুরের একটি অখ্যাত গ্রাম। আজ এক ডাকে তাকে সবাই চেনে। কারণ এই গ্রামই শহিদ গঙ্গাধর দলুই–এর জন্মভিটে। উরির আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রাণ দিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেপাই গঙ্গাধর। কয়েকদিন আগে আলিপুর বার্তার তরফ থেকে গিয়েছিলাম তার বাড়ি। যমুনাবালিয়া গ্রামে দলুই পাড়া ঢোকার মুখে ডানদিকে স্থানীয় ক্লাবের তরফ থেকে এবং সকল গ্রামাবাসীবৃন্দের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হচ্ছে শহিদ বেদি। আর বাঁ দিকে টাঙানো আছে শহিদ গঙ্গাধরের ছবি দেওয়া ফ্লেক্স। গঙ্গাধরের বাবা ওঙ্কারনাথবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলাম ওখানে বসানো হবে গঙ্গাধরের মূর্তি। বেশ কিছুটা এগিয়ে পৌঁছলাম গঙ্গাধরের বাড়ি। একতলা টালির চালের বাড়ির ইঁট বেরিয়ে আছে। কড়া নাড়া দিতে দরজা খুলে দিলেন গঙ্গাধরের একমাত্র ভাই বরুণ। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। বাড়ির বাইরের মতো ভিতরেও হতদরিদ্র দশা এই শহিদ পরিবারের। দরজার সোজাসুজি ছোট দালানে একটি লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে রাখা রয়েছে ভারতীয় সেনার উর্দি পরা গঙ্গাধরের একটি ছবি। তার সামনে রাখা রয়েছে কিছু ফুল। গঙ্গাধরের বাবা ওঙ্কারনাথবাবু সেই ছবির পাশেই স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করছেন। কারণ তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ গঙ্গাধরের মা পুত্র শোকে অসুস্থ। কথা বলার মতো ক্ষমতা নেই তাঁর। ঘরে ঢুকলাম। দু'কামরার ঘর। সামনের ঘরটি বন্ধ। বরুণ নিয়ে গেল পাশের ঘরে। একটি তক্তপোশও নেই, মেঝেতে চাদর পেতে বিছানা করা। তাতেই বসলাম। কথা হল শহিদের বাবা–মা আর ভাইয়ের সাথে। দেখলাম লোহার একটি ট্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নেই সেই ঘরে। বাঁশ দিয়ে তৈরি একটি মই রেখে তাতেই সাজানো আছে নিত্যদিনের ব্যবহার্য জামা–কাপড়। ফিরে আসব বলে উঠতেই গঙ্গাধরের মা শিখাদেবী সামনের ঘরটি খুলে দিয়ে বললেন, 'এই আমার বাবুর ঘর'। দেখলাম একটি ছোট খাটে গঙ্গাধরের ছবি, তাঁর পাওয়া বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া সংবর্ধনা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন শহিদের পরিবার। অত্যন্ত অপরিসর একটি ঘরে ছোট ছেলেকে নিয়ে বাবা–মা মেঝেতে শুয়ে দিন কাটাচ্ছেন, বড় ছেলের স্মৃতি আগলে রেখে।

শহিদ গঙ্গাধরের হতদরিদ্র বাড়ি (ইনসেটে) এবং তাঁর থাকার ঘর।

Tender Notice

Tenders are invited from the Co-operatives/Firms/individuals for Storing/Carrying of Food Stuffs and Supply of Stationary and others miscellaneous articles of the Basanti ICDS Project, South 24 Pgs. For the period of one year i.e. for the year 2017-18.

Further details are available from the office of the undersigned.

The tentative date of dropping of Tender has been fixed on 07.12.2016

Sd/-
Child Development Project Officer
Basanti ICDS Project
South 24 Pgs

333/ICDS/BASANTI / 3.11.2016

মা, মাটি মানুষের জনদরদী যুবনেতা ও আমাদের প্রিয় সাংসদ

মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত ছন্দময় স্বাভাবিক জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ফিরে আসুক এই কামনা করি।

প্রমোদ ঘোষ — কোষাধ্যক্ষ
নিখিলেশ ঘোষ — সাধারণ সম্পাদক
হাসানউল্লা লস্কর — সভাপতি

ওয়েস্ট বেঙ্গল এম. আর. ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন

অফিস ১১৭ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড কলকাতা–১৪
Email : wbmrdal14252@gmail.com

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. No. 3, 5 November - 11 November, 2016

আলিপুর বার্তা : এক সুবর্ণ সফর

ওঁকার মিত্র

কখন যেন ভাবনাটা ক্লিক করে গিয়েছিল। যাদের আবেদন নিবেদন প্রশাসনের কাছে পৌঁছায় না সেই অসংগঠিত সাধারণ বঞ্চিত নীপিড়িত মানুষের কথা তুলে ধরতে হবে জনসমক্ষে। ব্যায়ামবিদ ভারতশ্রী বঙ্গবীর তরুণ ভূষণ গুহ'র মস্তিষ্কপ্রসূত এই ভাবনা তাঁর হৃদয়ে জারিত হয়ে চেতলায় জন্ম নিল আলিপুর বার্তা। যাকে ১৯৬৬ সালের ১৩ অক্টোবর জঠরে ধারণ করল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। অবশ্য এই সৃষ্টির আবহ তৈরি হয়েছিল সমিতির জন্মের পরেই। মনে রাখতে হবে সময়টা ষাটের দশক। রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অর্থনৈতিক দীনতায় তখন জর্জরিত বাংলা ও বাঙালি। বাঙালির বাঁচিবার পথ কি? এই ট্যাগলাইনে উত্তর খুঁজতে গঙ্গার ধারে কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মেন ব্রাঞ্চের ক্যান্টিন হলে এক কনভেনশনের ডাক দিলেন তরুণবাবু। ঠিক হল বাঙালির জন্য বলিষ্ঠ এক মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। দেরি হল না। চেতলার হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গনে ১৯৬৪ সালের ২৩ জানুয়ারি তৈরি হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। সামনে রইল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী : খালি পেটে ধর্ম হয় না। শুরু হল বাঙালি যুবক-যুবতী, মা-বোনেদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ। রেশন দোকান, স্টেশনারি শপ, কলকাতা কর্পোরেশনে বেতের ঝুড়ি, মেটারনিটি হোমের জন্য সায়া-সেমিজ সরবরাহ। গড়ে তোলা হল সুতো রং করা ও ধূপ তৈরির কারখানা। এমনকি চেতলা বাজারে ডিমের দোকান থেকে শুরু করে লন্ড্রি। যেখানে উৎসাহভরে কাজে লেগে গেলেন বেকার দিগভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা। জমজমাট হয়ে উঠল সমিতির মূল কেন্দ্র ৫৭/১এ, চেতলা রোডের গুহ হাউস।

কিন্তু সামান্য কয়েক মাসের পথচলায় সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গী হল নানা বাধাও। বোঝা গেল সাধারণ মানুষের দাবি জানানোর জন্য এক মাধ্যম চাই। মানুষের কণ্ঠে মুখরিত হয়ে শুরু হয়ে গেল মাসিক আলিপুর বার্তা। কয়েক বছরের মধ্যেই পাক্ষিক। তারপর ১৯৭৩ সাল থেকে সাপ্তাহিক। উঠে এল সেই অমোঘ প্রশ্ন। প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্র চালাবার অর্থ যোগাবে কে? ঠিক হল কারোর কাছে চেয়ে-চিন্তে, দ্বারস্থ হয়ে আলিপুর বার্তার কলম বিক্রি করে দেওয়া চলবে না। সমিতির কর্মকান্ড থেকে উদ্বৃত্ত অর্থে চিরকাল মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে মানুষের কণ্ঠ হয়ে উঠবে এই পত্রিকা। তরুণবাবুর স্বপ্নের জোর এমনই যে ঠিক তাই হল। সমিতির জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি গ্রামে জমি কিনে গড়ে তোলা হল বিবেক নিকেতন। সেখানে অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, পশুকল্যাণ কেন্দ্র, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে সমাজসেবার পাশাপাশি শুরু হল উৎপাদনমূলক নানা কর্মকান্ড। যার উদ্বৃত্ত অর্থে আজও মাথা উঁচু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলছে আলিপুর বার্তা নামক আন্দোলন।

এই আন্দোলনের ৫০ বছরের সফরে বহু সাফল্য যেমন তার পদচিহ্ন রেখে গেছে তেমনই প্রতিনিয়ত হুমকি, আক্রমণ, আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্য সব বাধাই অতিক্রান্ত হয়েছে সঠিক সাংবাদিকতার সৌজন্যে। আজ এই ৫০ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা বারবার মনে পড়ে যাঁরা নানা আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও আলিপুর বার্তার আন্দোলনকে স্তব্ধ হতে দেননি। বরং কলম আরও ক্ষুরধার হয়েছে, তীক্ষ্ণ হয়েছে ভাষা।

আলিপুর বার্তার এই পঞ্চাশের ঝুলিতে রয়েছে নানা খবরের মাইলস্টোন। চেতলায় রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসরের খবর প্রকাশ করে তৎকালীন বিধায়কের দলের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত তরুণবাবু ও তৎকালীন সম্পাদক বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় প্রথম লাইম লাইটে নিয়ে এলেন আলিপুর বার্তাকে। এ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের বাম সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু সংসদে প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে। আলিপুর নাজিমখানার কেলেঙ্কারি উন্মোচন তো সংবাদ দুনিয়ায় আলিপুর বার্তাকে চিরকালীন স্থান করে দিয়েছে। রেলে টিকিট দুর্নীতি ফাঁস করে আলিপুর বার্তা জাতীয় স্তরেও নিজেকে মেলে ধরেছে। এরকম অসংখ্য এক্সক্লুসিভ সংবাদ পরিবেশন করে আলিপুর বার্তা প্রশাসনের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। যারা এর কারিগর তাদের শতকোটি প্রণাম জানাই।

তরুণবাবুর স্বপ্নের জোর আলিপুর বার্তাকে এমন এক শাণিত তরবারিতে পরিণত করেছে যে সমাজের বিশিষ্টজনেদের সান্নিধ্য পেতে সময় লাগে নি। বহু আইনজীবী বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে সাহস যুগিয়েছেন। কেস লড়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে। একি কম কথা। এই সাহসের উপর ভর করে আজও তাই আলিপুর বার্তা সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে ভয় পায় না।

১৯৬৬-র সাদাকালো ট্যাবলয়েড আলিপুর বার্তা আজ রঙিন ব্রড শিট। লেটার প্রেস ছেড়ে এখন ফোর কালার অটোমেটিক অফসেটে। সাংবাদিকদের হাত মারফত না ঘুরে পুরোদস্তুর প্রফেশনাল সার্কুলেশন সিস্টেমে। ২৪ পরগনার গন্ডি পেরিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আলিপুর বার্তা। পাঠকরা হাতে তুলে নিচ্ছেন, চোখ বোলাচ্ছেন, ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। তরুণবাবুর এতদিনের স্বপ্ন যেন একটা একটা করে মেলে ধরছে পাপড়ি। এবারের শারদীয় সংখ্যা তো উত্তরবঙ্গেও পাড়ি দিয়ে পাঠকের মন জয় করেছে। আমরা নিশ্চিত সব পাপড়ি খুলে গিয়ে ফুল পুরোপুরি ফুটতে আর দেরি নেই। আমরাই পারব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়হীন সাংবাদিকতার মডেল হয়ে উঠতে। ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর পৃথিবী ছেড়েছেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা তরুণবাবু। আমরা তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর।

২৫ বছরের জন্মদিনটাও বেশ আবেগঘন মুহূর্ত সম্বলিত হয়ে পালিত হয়েছিল। এবার সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজন তো ঘনঘটায় যাবতীয় উচ্ছাসের পারদকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে এভাবেই হয়তো সামনে চলে আসবে ৭৫-এর জন্মদিন। আর তারপর শতরানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে ঐতিহ্যশালী পত্রিকা আলিপুর বার্তা।

সালতামামি

কালের গতি

মাসিক	:	১৩.১০.১৯৬৬ থেকে ১২.০৪.১৯৬৯
পাক্ষিক	:	১৩.০৪.১৯৬৯ থেকে ৩০.০৪.১৯৭৩
সাপ্তাহিক	:	০১.০৫.১৯৭৩ থেকে আজও চলছে

সম্পাদক

প্রথম	:	বিভূতি ভূষণ চৌধুরী
দ্বিতীয়	:	বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয়	:	তরুণ ভূষণ গুহ
বর্তমানে	:	জয়ন্ত চৌধুরী

প্রকাশক

প্রথম	:	তারাপদ নন্দী
দ্বিতীয়	:	শিশির সিংহ
তৃতীয়	:	তরুণ ভূষণ গুহ
বর্তমানে	:	সুধীর নন্দী

মূল্যচক্র

১০ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি মাসে (১৩.১০.৬৬-১২.০৪.৬৯)
১৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি পক্ষে (১৩.৪.৬৯-৩০.০৪.৭৩)
১৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (১.৫.৭৩-১২.০৭.৭৪)
২০ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (১৩.০৭.৭৪-২২.০৬.৮৩)
৪০ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (২৩.০৬.৮৩-১১.০১.৯৩)
৭৫ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (১২.০১.৯৩-১৫.১০.৯৮)
১ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (১৬.১০.৯৮-২০.১০.১০)
২ টাকা পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (২১.১০.১০-১৩.১০.১৪)
৩ টাকা পয়সা প্রতি সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে (১৪.১০.১৪-চলছে)

পুরানো সেই দিনের কথা

রূপ পেল আর এক স্বপ্ন : সামালিতে বিবেক নিকেতনের সামনে সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী শিলান্যাস করেন আলিপুর বার্তা ভবনের। একেবারে বাঁ দিকে রয়েছেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা তরুণ ভূষণ গুহ। –ফাইল চিত্র

সেদিনের লেটার প্রেসে সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। –ফাইলচিত্র

বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বিবেক নিকেতনে অনুষ্ঠিত হল আলিপুর বার্তার রজত জয়ন্তী বর্ষ। –ফাইল চিত্র

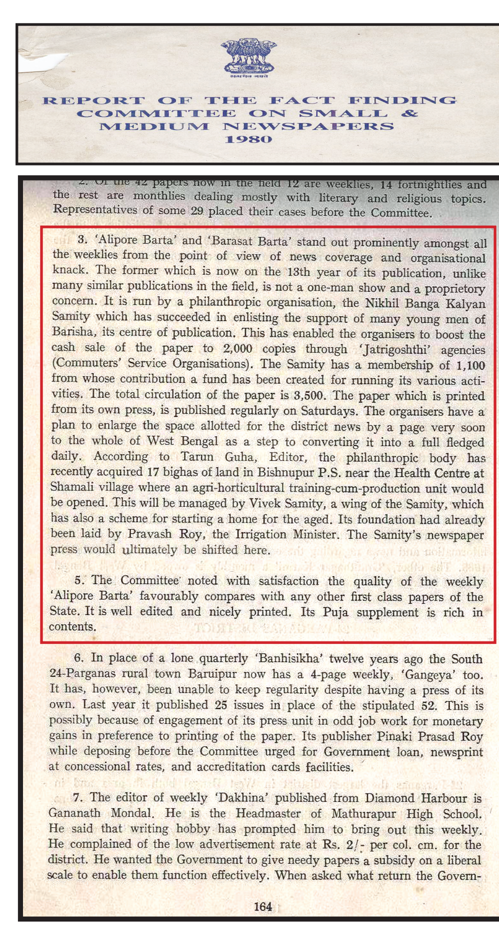

REPORT OF THE FACT FINDING COMMITTEE ON SMALL & MEDIUM NEWSPAPERS 1980

2. Of the 42 papers now in the field 12 are weeklies, 14 fortnightlies and the rest are monthlies dealing mostly with literary and religious topics. Representatives of some 29 placed their cases before the Committee.

3. 'Alipore Barta' and 'Barasat Barta' stand out prominently amongst all the weeklies from the point of view of news coverage and organisational knack. The former which is now on the 13th year of its publication, unlike many similar publications in the field, is not a one-man show and a proprietory concern. It is run by a philanthropic organisation, the Nikhil Banga Kalyan Samity which has succeeded in enlisting the support of many young men of Barisha, its centre of publication. This has enabled the organisers to boost the cash sale of the paper to 2,000 copies through 'Jatrigoshthi' agencies (Commuters' Service Organisations). The Samity has a membership of 1,100 from whose contribution a fund has been created for running its various activities. The total circulation of the paper is 3,500. The paper which is printed from its own press, is published regularly on Saturdays. The organisers have a plan to enlarge the space allotted for the district news by a page very soon to the whole of West Bengal as a step to converting it into a full fledged daily. According to Tarun Guha, Editor, the philanthropic body has recently acquired 17 bighas of land in Bishnupur P.S. near the Health Centre at Shamali village where an agri-horticultural training-cum-production unit would be opened. This will be managed by Vivek Samity, a wing of the Samity, which has also a scheme for starting a home for the aged. Its foundation had already been laid by Pravash Roy, the Irrigation Minister. The Samity's newspaper press would ultimately be shifted here.

5. The Committee noted with satisfaction the quality of the weekly 'Alipore Barta' favourably compares with any other first class papers of the State. It is well edited and nicely printed. Its Puja supplement is rich in contents.

6. In place of a lone quarterly 'Banhisikha' twelve years ago the South 24-Parganas rural town Baruipur now has a 4-page weekly, 'Gangeya' too. It has, however, been unable to keep regularity despite having a press of its own. Last year it published 25 issues in place of the stipulated 52. This is possibly because of engagement of its press unit in odd job work for monetary gains in preference to printing of the paper. Its publisher Pinaki Prasad Roy while deposing before the Committee urged for Government loan, newsprint at concessional rates, and accreditation cards facilities.

7. The editor of weekly 'Dakhina' published from Diamond Harbour is Gananath Mondal. He is the Headmaster of Mathurapur High School. He said that writing hobby has prompted him to bring out this weekly. He complained of the low advertisement rate at Rs. 2/- per col. cm. for the district. He wanted the Government to give needy papers a subsidy on a liberal scale to enable them function effectively. When asked what return the Govern-

164

অনন্য স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৭ সাল। অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়ল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্রের হাল হকিকৎ জানতে বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সান্যালের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার গঠন করল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। শুনানি শুরু হল। আলিপুর বার্তার বয়স তখন মাত্র ১২ বছর। ডাক পড়ল। আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হলেন তৎকালীন বার্তা সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ। প্রত্যেকের বলবার সময় পাঁচ মিনিট। তরুণবাবু শুরু করলেন। কেন আলিপুর বার্তার সৃষ্টি। কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আলিপুর বার্তা প্রকাশের পরিকল্পনা চলছে তাও ব্যাখ্যা করলেন। পাঁচ মিনিট শেষ। তরুণবাবুকে না থামিয়ে বিচারপতি সান্যাল বললেন— 'ক্যারি অন মিঃ গুহ। আপনারা তো দেখছি কাগজ চালাতে গিয়ে সরকার চালাচ্ছেন। জমি কিনে চাষবাস করছেন, গাড়ি চালাচ্ছেন। ক্যারি অন।' তরুণবাবুও বিস্তারিত জানালেন, বিজ্ঞাপন, অর্থ রোজগারের চেয়েও আলিপুর বার্তার কাছে কলমের ধার বেশি কাম্য। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হল এই রিপোর্ট। সেখানে সবচেয়ে বড় পরিসর পেল আলিপুর বার্তা। পাশে রিপোর্টের সেই পাতাটি আপনাদের কাছে তুলে ধরা হল। আলিপুর বার্তার পথ চলায় এ এক অনন্য স্বীকৃতি।

একটা স্বপ্নের নাম 'আলিপুরবার্তা'

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কিশোরবেলা থেকেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল, আর যা করি করব, সাংবাদিকতাটাও পাশাপাশি করব। যুবকবেলায় স্বপ্নটা একটু বদলেছিল। ভাবতাম, একটা সংবাদপত্র চালাব। এর কারণ অবশ্য আমার জন্মস্থান। আমি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের কাছাকাছি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি, যেখানে প্রতিদিন পাঁচটা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কেন, ভারতবর্ষে এরকম শহর কম আছে। এই দেখেইতো আস্ত সংবাদপত্র প্রকাশের বিশ্বাসটা বেড়েছিল।

পরে, অবশ্য লেখাপড়া এবং জীবিকার তাগিদে জন্মস্থানের বাইরে বেরোতে হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নটা থেকে বেরোতে পারিনি। নানা ঘাটের জল খেয়ে এখনতো আমি আলিপুরবার্তার একজন। তাও হয়ে গেল প্রায় তিন দশক। আলিপুবার্তার যে বিষয়টা আমাকে ভাল লেগেছিল, সেটা হল এখানকার পরিবেশ, ভাবনার স্বাধীনতা, নিজের মতন করে কাজ করার সুযোগ। ব্যাস, যুবকবেলার স্বপ্ন পূরণ হবার জায়গা পেয়ে গেলাম। আলিপুরবার্তার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত তরুণভূষণ গুহ-র নেতৃত্বে গড়ে উঠল একটা দল। যদিও দলের প্রতিদিনের সমস্যা মেটাতেন প্রণব গুহ। কিন্তু তিনি সবসময় পেছনে থাকতে ভালবাসেন। কোনোরকম মোহই তাঁকে সামনের সারিতে এনে ফেলে না।

নয়ের দশকে কত যুবক এলেন সেই দলে। আজ তাঁদের অনেকে অন্যত্র। সেইসময় লেটার প্রেস থেকে ধীরে ধীরে কম্পিউটারে কাজ শুরু হল। লেটার প্রেসে বাবলু দা, রবি দা-রা কাজ করতেন। প্রেস বন্ধ হলেও আলিপুরবার্তা কর্তৃপক্ষ তাঁদের চাকরি থেকে ছাড়ালেন না। এই উদারতাও আমাকে বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু, রবি নন্দী আজ আর বেঁচে নেই। বাবলু দা-র খোঁজ পাই না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন নীরব হাসিখুশি নিবেদিতপ্রাণ সেই মানুষগুলো।

সেইসময়ের আরো কিছু মানুষের কথা আজ মনে আসছে। দু'জনতো এখনো আছেন, এবং চিরকাল থাকবেন আলিপুরবার্তায়। আলিপুবার্তা ওঁদের জীবন। একজন দুর্গাদাস সরকার, অপরজন হীরালাল চন্দ্র। গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামে গ্রামে কাগজটা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্গাদাস-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ট্রেনে উঠে আলিপুরবার্তা বেচতেন তিনি। আবার আবাহাওয়া নিয়ে নিজে লিখতেন প্রতি সংখ্যায়। কি অনবদ্য সেইসব লেখা। কাগজে প্রকাশিত লেখার বিষয়গুলো যাত্রীদের বোঝানোর জন্য বক্তৃতা দিতেন। ভিড় ট্রেনে যাত্রীরা মন দিয়ে সেসব শুনতেন। বক্তৃতার পর হাতে, ঝোলায় আর একটাও কাগজ থাকত না। হু হু করে সব বিক্রি হয়ে যেত। জনসংযোগে দক্ষ দুর্গাদাস সত্তর বছর বয়সেও আজ নবীন। কোনো অহংকার তাঁকে স্পর্শ করেনি।

স্বপ্নের তরী : সেদিনের সোনাঝরা এক মুহূর্ত। কেন্দ্রে সাহিত্যিক ও আলিপুর বার্তার অভিভাবক ভবানী মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে সেদিনের সম্পাদক বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, বার্তা সংবাদক তরুণ ভূষণ গুহ সহ নবীন ও প্রবীন সাংবাদিকবৃন্দ। –ফাইল চিত্র

দুর্গাদাস-এর সাথী হীরালাল মূলত ব্যবসায়ী। নানারকম জিনিস বেচতেন। তরুণ বাবু তাঁকে আবিস্কার করেছিলেন কোনো এক সময়। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল আজ সাংবাদিক। নিজের ব্যবসার জিনিসের সাথে আলিপুরবার্তা 'পুশ' করেন তিনি। আবার আলিপুরবার্তার পরিচয়েই নানারকম সাংস্কৃতিক খবর সংগ্রহ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান বাজনা ভাল লাগলে সেই শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানান আলিপুবার্তার সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীতে। আবার, সেই শিল্পীর হয়ে তদ্বির করেন মাঙ্গলিকীর পরিচালকদের কাছে। যেন, কিছু গান গাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সুযোগ না দিলে ভীষণ গোঁসা হয় তাঁর। অর্থাৎ, হীরালালের খাতায় নাম উঠলে, সবদিক থেকেই সবাই লাভবান। এই দুটি মানুষকে নিয়ে কত রঙ্গরসিকতা করি আমরা, কিন্তু কোনোদিন রাগতে দেখিনি। হীরালালওতো আজ ৭০। ঝোলা হাতের মানুষটাকে না বললে কিন্তু বোঝার উপায় নেই। সে শরীরের দিক থেকে যেমন, তেমনি মনের গঠনেও।

অবশ্য, শরীর-মনটা হঠাৎ ভেঙে গেল রথী দা-র, রথীন্দ্রনাথ নন্দী। আলিপুরবার্তায় নি:শব্দে কাজ করে গেছেন। গোটা বেহালা, চেতলা, আলিপুর যার নখদর্পণে। বিশিষ্ট মানুষদের বাড়িতে কাগজ পৌঁছে দেওয়া, লেখা আনা, ব্যাঙ্কের কাজ সবকিছুতেই দক্ষ মানুষটা এখন অসুস্থ। অসুস্থ রথীন্দ্রনাথ-এর ঠিকানা এখন আলিপুরবার্তা। আলিপুরবার্তার প্রধান কার্যালয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সামালির 'বিবেকনিকেতন'এ থাকেন তিনি। প্রতিটি লেখা খুঁটিয়ে পড়ে তার ফিডব্যাক দিতে ভোলেন না। আলিপুরবার্তাও তাঁকে ভোলে নি, তাঁর ঋণ অস্বীকার করেনি। এখানেই এই পত্রিকার অনন্যতা। একটা পত্রিকা বাঁচতে শেখায়, একটা পত্রিকা জীবন দেয়, দেয় জীবিকা। তাই, আজও স্বপ্ন দেখি সেই আলিপুরবার্তাকে ঘিরেই, যা আমার শৈশবের স্বপ্নকে লালন করে।

বিবর্তনে মাস্ট হেড

১ আলিপুর বার্তা

২ আলিপুর বার্তা

৩ আলিপুর বার্তা

৪ আলিপুর বার্তা

৫ আলিপুর বার্তা
১৯৬৬–২০১৬
৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা
আলিপুর বার্তা

মাস্ট হেড–এর রূপকথা

১৯৬৬ সালে আলিপুর বার্তা প্রকাশের পর থেকে বহু মানুষের হাতে লালিত হয়েছে পত্রিকার পাতা। স্বাভাবিক ভাবেই বারে বারেই বদলে গেছে মাস্ট হেড–এর ডিজাইন। বিভিন্ন শিল্পীরা এই ডিজাইন নিজেদের সৃজনশীল ভাবনায় এঁকেছেন নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে। এমন কি এই শিল্পীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন প্রখ্যাত অন্নদা মুন্সীও। আজ পঞ্চাশ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ইতিহাস খুঁজে সেইসব ডিজাইন চয়ন করে সাজিয়ে দেওয়া হল পাঠকদের জন্য।

মাস্ট হেডগুলি আজকের আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে শিল্পীদের বিবর্তনে সমৃদ্ধ হয়েছে। আজকের নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা হয়তো এইগুলি থেকে পাবেন আগামী দিনের রসদ। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ডিজাইনগুলি ক্রমশ চওড়ায় বিস্তৃত হয়েছে। কারণ তখন ট্যাবলয়েডে প্রথম পাতার ডিজাইনে বাঁ দিকে থাকত আলিপুর বার্তার মাস্ট হেড। তারই পাশে ডানদিকে শুরু হত প্রধান শিরোনাম। পরবর্তীকালে কালের প্রবহমানতায় মাস্ট হেড স্থানান্তরিত হয়েছে একেবারে উপরে দুদিকে ইয়ার প্যানেলের জায়গা রেখে। তখন লেটার প্রেসে এই সব মাস্ট হেড হত কাঠ বা পিতলের ব্লকে। এ সবই আজ নস্টালজিয়া। আজকের আধুনিকীকরণকে মাথায় রেখে আপনাদের এই মাস্ট হেড–এর কোলাজ কেমন লাগলো আশা করি জানাতে ভুলবেন না।

শুভেচ্ছার ডালি

SHRI AVIJIT BANERJEE, WBPS,
Addl. Superintendent of Police,
Barasat, North 24-Parganas,
9734997779 (Mobile)
033-2524-2771 (Office)

Dated : 4th November, 2016.

MESSAGE

Conveying my best wishes to Alipur Barta, 57/1A, Chetla Roy, Kolkata-27 on the occasion of their golden jubilee celebration.

4/11/16
(AVIJIT BANERJEE)

SHRI ANANDA ROY, IPS,
Addl. Superintendent of Police(HQ),
North 24-Parganas, BARASAT.
8017054333(Mobile)
033-2542-6262 (Office)

Dated : 4th November, 2016.

MESSAGE

Conveying my best wishes to Alipur Barta, 57/1A, Chetla Roy, Kolkata-27 on the occasion of their golden jubilee celebration.

04/11/16
(ANANDA ROY)

SHRI BHASKAR MUKHERJEE, I.P.S.
SUPERINTENDENT OF POLICE,
NORTH 24-PARGANAS
033-2542-3055
FAX – 033-2542-3247
Mobile – 9051060603

Dated : 4th November, 2016.

MESSAGE

Conveying my best wishes to Alipur Barta of 57/1A, Chetla Road, Kolkata – 700027 on the occasion of their golden jubilee celebration.

4/11/16
(BHASKAR MUKHERJEE)

'জোর কদমে আর বীরবিক্রমে আরও বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে চলুন'।

আলিপুর বার্তা পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উপরোক্ত শব্দচয়নগুলি প্রয়োগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

এসএমএস–এর মাধ্যমে বহরমপুরের সাংসদের শুভেচ্ছা বার্তা এসে পৌঁছেছে আলিপুর বার্তার কাছে।

Sub-Divisional Officer
Canning, South 24 Parganas

Dated 03.11.2016.

শুভেচ্ছা বার্তা

আমি জেনে আমি আনন্দিত হচ্ছি যে, আলিপুর বার্তার কার্যকাল ৫০ বৎসর পুরণ করল। ১৯৬৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ দরিদ্রের জীবনী সম্বলিত এই মুখপত্রকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আমি আশা করব আগামী ৬ই নভেম্বর ২০১৬ চেতলার (কলকাতা) অহিন্দ্র মঞ্চে এই পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠভাবে সার্বিক সাফল্য মন্ডিত হবে। আমি এই পত্রিকার প্রতেক সদস্য ও সদস্যাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং আলিপুর বার্তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।।

৩.১১.১৬
(প্রদীপ আচার্য্য)
মহকুমা শাসক,
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪-পরগণা।

প্রতি –
ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী,
সম্পাদক, আলিপুর বার্তা,
৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭।

Atten: Editor/Alipur Barta

শুভেচ্ছা বার্তা

০৩/১১/১৬

মাননীয় –
সম্পাদক,
আলিপুর বার্তা,
৫৭/১এ, চেতলা রোড,
কলকাতা – ৭০০০২৭।

মহাশয়,

সমাজগঠনে ও জনমতগঠনে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ন, তেমনই সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা ও সরকারকে সঠিক দিশা দেখানোর ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। অনন্য সংবাদমাধ্যমকে গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

আমি 'আলিপুর বার্তা'র একজন গুনমুগ্ধ ও নিয়মিত পাঠক। আমি দেখেছি যে, আপনাদের এই সংবাদপত্র নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এছাড়া প্রথম সারির সংবাদপত্রে সংবাদ ও সম্পাদকীয় বিভাগ ছাড়াও প্রয়োজনীয় যে যে বিভাগগুলি থাকা দরকার, তা সবই আলিপুর বার্তা-য় থাকে।

আমি এই সংবাদপত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করি। পায়ে পায়ে ৫০-কে অতিক্রম করে আলিপুর বার্তা ৫০০ (পাঁচ শত) বছরের দিকে এগিয়ে যাক, এই আশা রাখি।

শুভেচ্ছান্তে ——

Officer-in-Charge
Barasat G.R.P.S.

PRESS CLUB, KOLKATA
ESTD. 1945
Registration No.–S/6012 of 1963 - 1964
Maidan Tent, Press Club Path, Kolkata - 700 069, Tele Fax : 2248 8078
E-mail : prsclubk@vsnl.net, pressclubkolkata@gmail.com, Website : www.pressclubkolkata.com

অক্টোবর ২৫, ২০১৬

মাননীয়
ড. জয়ন্ত চৌধুরী
সম্পাদক
আলিপুরবার্তা
কলকাতা

মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে 'আলিপুরবার্তা' তার প্রকাশনার ৫০ বছর পূর্তি পালন করছে। সাধারণ ভাবে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস অত্যন্ত কম। আপনাদের পত্রিকা আবহমান কালধরে মানুষের কল্যানে নিয়মিত থাকুক এবং উত্তোরত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক কামনা করছি।

শুভেচ্ছা সহ
কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী
সম্পাদক

বিশ্ব সমাচার
BISWA SAMACHAR
Registration Number- WBBEN/2007/24730
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন.- ৭৪৩৩৪৭, ফোন - ৯৭৩৪৬৩০৮০২

পত্রাঙ্ক ....
দিনাঙ্ক ২৭/১০/১৬

শুভেচ্ছা বার্তা

সংবাদপত্র কি? এই শব্দের অর্থটা যখন বুঝলাম, ঠিক তখন থেকেই শুরু হল সংবাদপত্র গুলির সঙ্গে পরিচয়। সংবাদের ভীড়ে হারিয়ে সংবাদপত্র গুলিকে এক সময় নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে শিখলাম।

সে দিনই জানলাম, সংবাদপত্রের পাতায়-পাতায়ও মেলে নিজের মাটির গন্ধ। সংবাদের ধারায় ধারায় বয়ে যায় আমার নদীর জলরাশি।

আর এ সব আমি বুঝেছিলাম কিংবা জেনেছিলাম, "আলিপুর বার্তা" পত্রিকা পড়ার পরই। জেলার একান্ত নিজস্ব সংবদপত্র বলতে যা বোঝায়, 'আলিপুর বার্তা' -র সংবাদের ছত্রে ছত্রে তার প্রমান মেলে। যদিও সংবাদপত্রটি এই মুহূর্তে জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে 'আলিপুর বার্তা' -র বয়স এখন 'পঞ্চাশ'। আরও এগিয়ে যাবে, ছড়িয়ে পড়বে দেশের প্রান্তে প্রান্তে। 'আলিপুর বার্তা' -র সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই প্রত্যাশা রাখি।

শুভ কামনায়...
Swapan Kumar Das
Swapan Kumar Das
Editor
Biswa Samachar

রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভা

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগে অবিভক্ত ২৪ পরগনার জেলার সদর আলিপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা, কালক্রমে পাক্ষিক ও বর্তমানে সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত এই ~~কাগজ~~ পত্রিকা বহু ঘাত প্রতিঘাতের সাক্ষী, এই পত্রিকায় প্রকাশিত শিহরণ জাগানো খবরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলিপুর ট্রেজারি কেলেঙ্কারী, ডি.সি. পোর্ট বিনোদ মেহেতার হত্যা ইত্যাদি, আমি এই পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও উত্তরায়ন কামনা করি,

শুভেচ্ছা সহ

পৌরপ্রধান

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো
ভারত সরকার
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট
কলকাতা - ৭০০ ০৬৯

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী আই আই এস
অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এম অ্যান্ড সি)
ফোন : ২২৪৩-৫২০৫
ফ্যাক্স : ২২১০-০৩২১
ই-মেল : prasardeb@gmail.com
kolkatapib@gmail.com

আলিপুর বার্তার চলার পথে পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হার্দিক অভিনন্দন। বহুদিন ধরে কাগজটিকে লক্ষ্য করে আসছি। পঞ্চাশ বছর খুব বেশী সময় না হলেও খুব কম সময়ও নয়। আলিপুর বার্তার সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিশেষ শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন। এই পথ চলা যেন না শেষ হয় ....

শ্রদ্ধাসহ

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ২৭/১০/১৬

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী
সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

PRESS CLUB, KOLKATA
ESTD. 1945
Registration No.–S/6012 of 1963 - 1964
Maidan Tent, Press Club Path, Kolkata - 700 069, Tele Fax : 2248 8078
E-mail : prsclubk@vsnl.net, pressclubkolkata@gmail.com, Website : www.pressclubkolkata.com

October 26, 2016

To
Dr. Jayanta Chowdhury
Editor
Alipur Barta
57/1A, Chetla Road
Kolkata-700 027

Dear Chowdhury,

I am a reader of Alipurbarta. I prefer the news items for their boldness and clarity. Let it add at least another fifty years.

Thanking You.

Yours truly,

Debasish Chattopadhyay
President

Iqbal Ahmed
Deputy Mayor

The Kolkata Municipal Corporation
Central Municipal Office Buildings
5, S. N. Banerjee Rd. • Kolkata – 700 013
Phone : 2286-1117 (Direct)
2286-1000 (22 Lines), Extn. 2472
Mobile : 9831769409

Dated 02.11.2016

MESSAGE

I am happy to learn that the Bengali weekly newspaper "ALIPUR BARTA" has completed 50 years journey on 13TH October, 2016. On behalf of GOLDEN JUBILEE of Alipur Barta the concern are going to organize a function on 6th November, 2016 at AHINDRA MANCHA at Chetla Central Road, South Kolkata.

I wish to convey my best wishes to the organizer and others related with their programme and hope its success.

02/11/16
(IQBAL AHMED)
Deputy Mayor
The Kolkata Municipal Corporation

To
Dr Jayanta Choudhuri
EdItor
Alipur Barta.

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

পুরানো সেই দিনের কথা

১। ৩৩তম বর্ষ উদযাপন হল সামালি বিবেক নিকেতনে।

২। আলিপুর বার্তা আয়োজিত আলোচনা চক্রে ভাষণ দিচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র।

৩। ৩৫তম বর্ষ উদযাপন হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পথিক গুহ। মঞ্চে উপবিষ্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতি গোস্বামী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমন চট্টোপাধ্যায়।

৪। ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল বিবেক নিকেতনে।

৫। ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জাতীয় গ্রন্থাগারের হলে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন মন্ত্রী গণেশ মন্ডল।

৬। জেলা শাসক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ।

শারদ সাহিত্য ছড়িয়েছে রূপকথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদীয় সংখ্যা আলিপুর বার্তা গহনার মতো। প্রথমদিকে বেশ কয়েক বছর ক্রোড়পত্র হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর মনে হল সাংবাদিকদেরও সাহিত্য চর্চার পরিসর প্রয়োজন। শুরু হল শারদ সংখ্যা প্রকাশ। ১৩৮১ সালে প্রথম শারদ অর্ঘ্য সমর্পিত হল পাঠকের দরবারে। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের কলমের ছোঁয়ায় রূপকথা হয়ে উঠেছে শারদীয় আলিপুর বার্তা। কে লেখেন নি এখানে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু। সব নামের উল্লেখ করলে পাতা শেষ হবে না। আজও শারদীয় আলিপুর বার্তা শারদ সাহিত্যে পাঠক মহলে জায়গা করে রেখেছে।

এই আলাপের মাঝে আপনাদের জন্য তুলে ধরা হল পুরানো অথচ নতুন হয়ে থাকা সেইসব শারদীয় সংখ্যার প্রচ্ছদের একটি কোলাজ। সাজিয়েছেন আলিপুর বার্তার প্রধান চিত্রগ্রাহক বিজন দাস রায়।

অনুষ্ঠান সূচি

সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

অহীন্দ্র মঞ্চ, ৬ নভেম্বর ২০১৬ বিকাল ৫টায়

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ● উদ্বোধনী সঙ্গীত ● অতিথি বরণ

মূল অনুষ্ঠান

স্বাগত ভাষণ ● অতিথিদের বক্তব্য

সম্মাননা

আলিপুর বার্তা সম্মান ও বিশেষ সম্মান প্রদান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সঙ্গীত : গীতাঞ্জলি সরকার

আবৃত্তি আলেখ্য : রশ্মি মুখোপাধ্যায়

ওড়িশি নৃত্য : আত্রেয়ী দত্ত

সঙ্গীতানুষ্ঠান : রাঙামাটি

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আলিপুর ৫০ বার্তা

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

অহীন্দ্র মঞ্চ : ৬ নভেম্বর : বিকাল ৫টায়

আলিপুর বার্তা সম্মান প্রাপক

পি সি সরকার (জুনিয়র), জাদুকর ● কিশোরী মোহন নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী ● সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ● চন্দন মাইতি, শিক্ষক ● অমল নায়েক, সমাজসেবী ● কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, ক্রীড়াবিদ ● আনন্দ চিত্রকর, পটুয়া ● মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা ● অরিন্দম আচার্য, বহুমুখী প্রতিভা ● শ্যামল মুখোপাধ্যায়, জনসেবা ● জগন্নাথ গুপ্তা, শিল্পদ্যোগী ● সুকুমার মিত্র, সাংবাদিক

বিশেষ সম্মান প্রাপক

উরি হামলায় নিহত দুই শহিদ সেনা জওয়ান

গঙ্গাধর দলুই ও বিশ্বজিৎ ঘোড়ুই

উপস্থিত থাকছেন

শ্রী শ্যামল কুমার সেন, প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com